গীতারঞ্জন

গীতারঞ্জন

(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা অবলম্বনে)

"প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ: সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগৎতুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥"

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া
কলিকাতা-৩৭

উৎসর্গ

অভিন্ন-হৃদয়

কবিরাজ শ্রীযুক্ত জীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন

সুহৃদ্বরেষু

খাগড়া (মুর্শিদাবাদ)
জন্মাষ্টমী, ১৩৫৬

প্রীতিধন্য
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

এই পুস্তকের একটি খসড়া-সংস্করণ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের জন্মাষ্টমীর দিন প্রকাশিত হয়। "উৎসর্গ"-পত্রে সেই তারিখই দেওয়া হইয়াছে। উহাতে নানা কারণে নানারূপ অশুদ্ধি রহিয়া যায়। পরে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে ইহার অর্ধাংশ 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিক-ভাবে এই বৎসরের আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় বাহির হয়। এখন সংশোধিত ও বর্ধিত সংস্করণটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইল। গত আশ্বিন সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত "উত্তরণ" কবিতাটি একই সুরে রচিত বলিয়া গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইল।

ইতি বিনীত

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮

প্রকাশক

বিজ্ঞপ্তি

করুণানিধানের "ত্রয়ী" কাব্য 'বঙ্গমঙ্গল', 'প্রসাদী' ও 'ঝরাফুল' দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত রহিয়াছে। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে তিনটিই একত্রে প্রকাশিত হইতেছে। কবি স্বয়ং বহু সংশোধন ও সংযোজন করিয়াছেন।

গীতারঞ্জন

কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন

"হের' বিশ্বমূর্তি আমার, মানবচক্ষু দেখতে না পায়"—
হয় যুগপৎ সমুত্থিত সহস্র-সূর্য-মণ্ডিত
বাসুদেবের বিরাট দেহ, আকাশ ভরে তার ছটায় ॥

সেই দেহে দ্বাদশাদিত্যে দেখেন পার্থ কৌতূহলে
মরুৎ ঊন-পঞ্চাশৎ প্রকাশে আশ্চর্যবৎ
দেখেন বসু-রুদ্রগণে অশ্বিনী-কুমার-যুগলে ॥

দিব্যমাল্য-বসন-ভূষণ-দিব্যগন্ধ-অনুলেপন,
অসংখ্য চক্ষুতে চাহেন, অনেক মুখে কথা কহেন,
রণোদ্যত দিব্য আয়ুধ, অনেক বাহু-উদর-চরণ ॥

নানাবর্ণ-নানাকৃতি বিশ্বরূপে একস্থ,
সমস্ত দেব-ঋষি-ধ্যানী, সকল উরগ, সকল প্রাণী,
যক্ষ-অসুর স-চরাচর ব্রহ্মা রহেন ধ্যানস্থ ॥

সবিস্ময়ে হর্ষে ভয়ে অভিভূত ধনঞ্জয়
নুইয়ে মাথা যুক্ত করে রোমাঞ্চিত কলেবরে
স্তবন করেন, হে স্তবার্হ, নমস্তে আশ্চর্যময় ॥

জ্বলৎ-অনল-অর্কদ্যুতি, ভো প্রচণ্ড বীর্যধর,
নভঃস্পর্শী দীপ্ত দেহ দুর্নিরীক্ষ্য অপ্রমেয়,
সূর্যচন্দ্র নেত্র তব নমস্ত্রিভুবনেশ্বর ॥

বিবৃতমুখ দংষ্ট্রাকরাল হে লোক-সংহর্তা কাল,
প্রলয়াগ্নি-তুল্য-বদন প্রতিপক্ষে কর নিধন,
হোক পলাতক রাক্ষসেরা চক্রবালের অন্তরাল ॥

ভীষণ দন্ত-সন্ধি-মাঝে তোমার বদন-গহ্বরে
হেরি ধার্তরাষ্ট্রগণ-দুর্যোধন-কর্ণ-দ্রোণ-
জয়দ্রথ-ভীষ্ম-আদির চূর্ণিত শির গ্রাস করে ॥

প্রণাম করি কিরীটধারিন্ নমশ্চক্রগদাধর
সম্মুখে পশ্চাতে হরি, সকল দিকে প্রণাম করি,
হও প্রসন্ন জগন্নিবাস, হে ভুবনৈক-সুন্দর ॥

সংবর' এই ভীষণ বপু, দাও হে শান্ত জনার্দন,
যুদ্ধের ফল জয়-পরাজয় আকাশ-পটে লক্ষিত হয়,
কিসের যুদ্ধ ? কিসের মৃত্যু ? বুঝতে নারি মহাত্মন্ ॥

কে তুমি এই উগ্ররূপী প্রজ্বলন্ত-মূর্তিধর ?
না বুঝি প্রবৃত্তি তোমার, দিশাহারা চিত্ত আমার,
আমাকে নিমিত্ত মাত্র কেন কর' হে ঈশ্বর ?

শান্ত কর এ উদ্‌ভ্রান্তে, দেখাও মানুষ-রূপ তোমার,
তুমিই সবার জানার যোগ্য প্রণাম লহ হে সর্বজ্ঞ,
অনন্যা ভক্তিতে লভ্য, লহ প্রভু নমস্কার ॥

কর্মযোগীর যথার্থভাব হয় নি আমার হৃদ্‌গত,
না বুঝি ঈশ্বরের তত্ত্ব, মনোরথে লও সারথ্য,
তুমি তো সেই পূর্ণব্রহ্ম, কর' জ্ঞানে জাগ্রত ॥

কভু কর্ম, কভু বা জ্ঞান, দুটি পথই প্রদর্শিলে,
কল্যাণকর কোন্‌টি মম কও মোরে পুরুষোত্তম,
সন্দেহ দূর কর আমার, কোন্ সাধনে সিদ্ধি মিলে ?

স্থিতপ্রজ্ঞের সাম্যবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ যদি কর্ম হতে,
তবে কেন বল' মোরে হিংসাত্মক কর্মঘোরে
নিযুক্ত করিছ কৃষ্ণ, চলব এখন কোন্ পথে ?

পুরাতনের ধ্বংসকর্তা নূতন প্রতিষ্ঠানের তরে,
হে শাশ্বত-ধর্মপালক, গ্রাস করিছ সমগ্র লোক,
বিষ্ণু তোমার তীব্র তেজে সারা জগৎ দগ্ধ করে ॥

ব্যথিত মোর অন্তরাত্মা চতুর্দিকে দুর্লক্ষণ,
ঘুরছে-মাথা, গাত্র জ্বলে, রইতে নারি রণস্থলে,
হাত থেকে গাণ্ডীব স্খলিত, চাই না যুদ্ধ মধুসূদন ॥

চাই না কুলের হন্তা হতে, বুঝতে নারি কিবা শ্রেয়,
চাই না রুধিরাক্ত অর্থ রইব আমি অপ্রমত্ত,
যুদ্ধে মানি ধর্ম-হানি, দূর কর মোর এ সন্দেহ ॥

শুকাল মুখ, কাঁপিছে বুক, অবসন্ন দেহ মন,
স্বজন বধি' পাপের ভাগী হওয়ার চেয়ে ভিক্ষা মাগি'
খাওয়াই ভাল, চাই না আমি ত্রৈলোক্যের সিংহাসন

চাই না বিজয়, চাই না রাজ্য, নহি সুখের অভিলাষী,
হত যদি হই, হইব, প্রতিযুদ্ধ না করিব,
না দেখি মঙ্গল হে কৃষ্ণ আত্মীয়-স্বজনে নাশি' ॥

যাদের নিয়ে রাজত্ব-ভোগ তারা হ'লে সব নিধন,
কি ফল বলো বেঁচে থেকে ? জাগ্রতে দুঃস্বপ্ন দেখে'
বিধবাদের বিলাপ-রোলে শিহরিয়া উঠবে মন ॥

অধিক কি, নিরস্ত্র মোরে আক্রমিলে জ্ঞাতিগণ
প্রতিবাদী নাহি হব, মৃত্যুকেও বরি' লব,
কদাপি না হব আমি প্রতিহিংসা-পরায়ণ ॥

স্বজন নাশি' সুখ না পাব,—কুলক্ষয় সে ভয়ঙ্কর !
ধর্মনাশে কুলক্ষয়, কুলনারী দুষ্টা হয়,
লুপ্ত শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি জন্মিবে বর্ণসঙ্কর ॥

লোভের বশেই ভাবেন ওঁরা মিত্রদ্রোহে পাতক নাই,
কুলধর্ম হইলে নাশ মনুষ্যদের নরকে বাস,
চাই নে হতে মহাপাপী, মিত্রে নাহি মারতে চাই ॥

কর্ম করতে ব'লেও আবার বলছ 'স্থিতপ্রজ্ঞ' হও,—
এই হেঁয়ালি নাহি বুঝি, বল মোরে সোজাসুজি
যুদ্ধ বা সমত্ব-বুদ্ধি, কোন্‌টি শ্রেয় স্পষ্ট কও ॥

ব্রহ্মা হতে শ্রেষ্ঠ তুমি আদিকর্তা হে দেবেশ,
যদিও আহূত রণে, নাই আসক্তি রাজ্যধনে,
আমার পক্ষে শ্রেয় কিবা কহ তুমি হৃষীকেশ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

বিজ্ঞ সম কইছ কথা, কিন্তু জীবিত বা মৃত
কারো-তরেই পণ্ডিতেরা করেন না শোক কৌরবেরা
রাজ্য-অপহর্তা হয়ে করেছে ঘোর দুষ্কৃত ॥

শাস্তি পাবার যোগ্য ওরা ভরত-রাজার কুসন্তান,
অন্যায়ের প্রতিরোধী-প্রতিবাদী না হও যদি
অপরাধী হবে পার্থ, কার্য তোমার ক্ষত-ত্রাণ ॥

কর্ম না করিলে কেহই লভে না নৈষ্কর্ম্য জ্ঞান,
কর্মত্যাগীর সিদ্ধি নাই,—ত্রিগুণেরই বশে সবাই
বাধ্য হয়ে কর্ম করে, কর' কর্ম-অনুষ্ঠান ॥

কর্ম কর' ঈশ্বরার্থে, হও সমত্ব-বুদ্ধিমান,
সুকৃত-দুষ্কৃতের ভোগী না হন কভু কর্মযোগী,
স্বর্গ-সুখ বা নরক-ভয়ে করেন না কর্মানুষ্ঠান ॥

দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখেও যিনি স্পৃহাহীন,
ভয়-অনুরাগ-ক্রোধ তাঁহারে স্পর্শ না করিতে পারে,-
বুদ্ধিটি নিশ্চলা হ'লে রয় না কেহই মায়াধীন ॥

কর্মযোগ আর জ্ঞানযোগ উভয়ে দেয় মোক্ষফল,
ব্রহ্মার্পণ-আদি দ্বারা 'তৎ' 'ত্বং' পদ-দ্রষ্টা যাঁরা
নিমি, জনক অবগত কর্মযোগের সুকৌশল ॥

যুদ্ধ আমার অভিপ্রেত, দুষ্টবুদ্ধি দুর্যোধন,
দুঃশাসন শ্যেনদৃষ্টি চায় নাশিতে ভারত-কৃষ্টি,
হৃদয়-দৌর্বল্য ত্যজি' ধারণ কর শরাসন ॥

যুদ্ধ বিনা হৃত রাজ্য উদ্ধারের নাই উপায়,
যুদ্ধ হিংসাত্মক কর্ম রক্ষা করে সমাজধর্ম,
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ইহাই, সহিও না এই অন্যায় ॥

বধের উপযুক্ত ওই পরস্বাপহারকগণ,
পালন কর ক্ষাত্রধর্ম, অভেদ্য তো তোমার বর্ম,
দুষ্টজনে দণ্ড দিয়ে কর শান্তি-সংস্থাপন ॥

অস্ত্র-ত্যাগ সে অকীর্তিকর, ধর্মক্ষেত্র-মহিমায়
অন্তরে হোক স্বধর্মোদয়, শত্রুদলে করহ জয়,
কেন হেন অভিভূত শোক-মোহ-মমতায় ?

কেন সংশয়ের দোলাতে চিত্ত তোমার হয় দোদুল ?
কাপুরুষের ন্যায় আচরণ, ক্লৈব্য তব নহে শোভন,
তোমার বাণে হবেই হত ধর্মদ্রোহী কুরুকুল ॥

কর্ম তোমার সুনির্দিষ্ট, প্রকৃতিই সে কর্ম-রতা,
তুমি কর্তা মনে ক'রে অসম্মত হও সমরে,
ইচ্ছা তোমার কিছুই নহে, সত্য জেনো আমার কথা

মনুষ্যত্ব নষ্ট হ'লে দুষ্কৃত-ক্ষয়-অভিলাষে
কাল-রূপে হই অবতীর্ণ, না রাখি শত্রুদের চিহ্ন,
তুমি কর্তা নও এ কাজে, আমিই কর্তা এই বিনাশে ॥

উত্তিষ্ঠ হে পরন্তপ, হও যশস্বী শত্রুজিৎ,
ভোগ কর' সমৃদ্ধ রাজ্য, এই তব নির্দিষ্ট কার্য,
তুমি তো নিমিত্ত-মাত্র, হও সখে মৎ-কর্মকৃৎ।

যুদ্ধ তুমি না করিলেও রইবে না ওই শত্রুচয়,
দেখ' পূর্বে আমার দ্বারা হত হয়েই আছে তারা,
তুমি তাদের হন্তা নহ, যুদ্ধ কর কিসের ভয় ?

'আমি কর্তা' এই ভাবনা করেন না তাই যোগীগণ,
কর্মফলাসক্তিহারা হ'লেই নাশে জন্মধারা,
হত্যা ক'রেও অহন্তা রন আত্মজ্ঞানী হন যে জন ॥

আসন্ন সঙ্কট সমুখে, শত্রুরা দণ্ডায়মান,
বজ্রমুষ্টি শিথিল কেন ? আত্ম হত হন না জেনো,
উত্তিষ্ঠ হে মহাবাহু, অজেয় ঐ শিরস্ত্রাণ ॥

পূর্ণ হবে আমার ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছা উপেক্ষিয়ো
আছে যত অজ্ঞানী জন তারাই গণে পর বা আপন,
দেহী সে অমূর্ত আত্মা, দেহ তো নয় আত্মীয় ॥

বিবেকহারা আততায়ী-বধে কারো হয় না পাপ,
প্রজারঞ্জনার্থে রাজা, কর্মদোষে পায় সে সাজা,
যুদ্ধ কর সব্যসাচিন্ প্রদীপ্ত-শৌর্য-প্রতাপ ॥

অধর্মে দেশ নষ্ট করে রাষ্ট্রপতির কু-শাসন,
সন্ধি-সম্ভাবনা নাহি, হ'লেও তাহা ক্ষণস্থায়ী,
তপোবনে লাগবে আগুন, পুড়বে ধ্যানীর কুশাসন ॥

যুদ্ধ করাই ধর্ম হেথায়, না করা ঘোর অধর্ম,
বধ্য ওরা, হ'লেও আপন, স্বপ্নে পরিচয়-আলাপন,
আত্মরক্ষা মোক্ষসোপান, কর পার্থ আমার কর্ম ॥

মানবধর্ম রক্ষা লাগি' আমার সৃষ্ট বর্ণ চার,
ব্রাহ্মণদের ত্যাগই যজ্ঞ, ক্ষত্রিয়দের প্রাণোৎসর্গ,
বৈশ্য কৃষি-গোধন-রক্ষী, শূদ্রে সেবার অধিকার ॥

বিনা রক্তপাতে দেশে শান্তি-সংস্থাপনার্থে
ব্যর্থ হ'ল দৌত্য আমার, রাজ-সভাতেই যথেচ্ছাচার,
যুদ্ধ কর, অস্ত্র ধর ধরার কলুষ-নাশার্থে ॥

ভারত তব যশোভাতি বসুন্ধরা করে আলো,
স্বধর্ম ভুলিছ কেন ? দিগ্‌বিজয়ী ভীরু হেন !
দুর্নাম রটিবার আগেই মানী জনের মৃত্যু ভালো ॥

কিরাত-বেশী পশুপতি করেন তোমায় বর প্রদান,
ইন্দ্রিয়-যুদ্ধে যে জয়ী তারেই মালা পরান মহী,
বিদ্ধ করুক বৈরী-ললাট পরন্তপের অগ্নি-বাণ ॥

দুষ্টজনে শাস্তি দিতে ধর ধনুঃশর ধর,
কর সখে আমার কার্য, ধর্মযুদ্ধ অনিবার্য,
হারায়ো না এ সৌভাগ্য, পরম এ দান গ্রহণ কর ॥

শ্রেষ্ঠ লোকে যাহা করেন অনুসরে সর্বজনা,
কর্মযুক্ত হোক সকলে, কর্মযজ্ঞে সিদ্ধি মেলে,
কারেও কভু দিয়ো নাকো কর্মত্যাগের মন্ত্রণা ॥

মদ্গত-চিত্ত হও যদি, তরবে তুমি মোর কৃপায়,
পেরিয়ে যাবে সুদুস্তর এ মৃত্যু-সংসার-সাগর,
হও তুমি নিরহঙ্কার, শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত ॥

সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিকে সমান মানি' যোগস্থ হও,
চিত্তের যে সাম্যভাব, তার ফলে সুবুদ্ধি-লাভ,
কর্মে তোমার রয় অধিকার, ফলের অধিকারী নও ॥

সমস্ত কামনার ত্যাগী সন্তুষ্ট আপনাতে,
জানিও স্থিতধী সেই যোগীর কোন উদ্বেগই নেই,
নাই ক্রোধ-ভয়, নাই মমতা, স্থির তিনি দুঃখ-সংঘাতে ॥

ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগী যিনি তিনিই যোগী অন্যে নহে,
সর্বসঙ্কল্প-ত্যাগীরেই জানবে যোগারূঢ় ব'লেই—
আসক্তি বর্জিতে হবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ॥

জিতেন্দ্রিয় নহে যে জন মনই তাহার শত্রু হয়,
যে জনা প্রশান্তচিত, রাগদ্বেষাদিবিরহিত,
বিচলিত নন কিছুতেই সাধন-পথে তাঁরই জয় ॥

* * *

না-পাওয়া মোর নাই কিছু তো, নাইক চাওয়া একটি রতি,
প্রকৃতি-রক্ষণের লাগি' অ-তন্দ্রিত আছি জাগি,
ফলে-অনাসক্ত, তবু কর্মে মম নাই বিরতি ॥

তোমায় দিয়ে আমার কার্য করিয়ে নেব শোন' পার্থ,
আমার ইচ্ছা বলবতী তোমায় যদি দেয় শকতি
পারিবে গাণ্ডীব তুলিতে,—লোকরক্ষা আমার স্বার্থ ॥'

কুরুকুলের দুষ্টগ্রহ দুর্যোধন সে মন্যুময়,
নয় যে রাজা ন্যায়নিষ্ঠ, মন্ত্রীরা নয় জ্ঞানগরিষ্ঠ,
মনুষ্যত্ব হারিয়ে সেথা প্রজারা বিধ্বস্ত হয় ॥

ন্যায্য উত্তরাধিকারে কেন প্রবঞ্চিত হও ?
হোক সে বন্ধু, হোক্ না সে ভাই, দুর্জনে প্রশ্রয় দিতে নাই,
হও অগ্রণী কর্মযোগিন্, পিতৃগণের প্রসাদ লও ॥

হাসেন মহারথ সকলে, এ বৈরাগ্য উচিত নয়,
অরাতির আতঙ্ক পার্থ হবেন উপহাসের পাত্র !
ঐ শোন উদাত্ত ভেরী, তুল্য মানো জয়-অজয় ॥

দয়াপরবশে যদি শত্রু নিধন না কর,
তাদের বাণে হবে হত, কিংবা মাথা করবে নত,
ঘোষিবে কলঙ্কগাথা ধর হে গাণ্ডীব ধর ॥

ত্যজ' মোহ ত্যজ' ক্লৈব্য, সংগ্রামে পলায়মান
হয় কবে ক্ষত্রিয় জাতি ? নাশ শত্রু-গুরু-জ্ঞাতি,
সে রাজা তো আত্মঘাতী না রাখে যে নারীর মান ॥

দুর্নীতিপরায়ণ রাজার প্রজারা হয় বিশৃঙ্খল,
ঈশ্বরে বিশ্বাসী না রয়,—'জন্মে প্রাণী' চার্বাক কয়
'স্ত্রীপুরুষের মিলন-ফলে মৃত্যুতে শেষ হয় সকল'।

অহঙ্কারে বলে দর্পে কামে ক্রোধে জ্ঞান হারায়,
গুণীরে ঘোষিয়া দোষী হানে তারা হিংসা-অসি,
অবৈধ কুকর্ম করি' জন্মে জন্মে দুঃখ পায় ॥

নিষ্ফলা হয় তাদের আশা, ব্যর্থ-কর্ম-যজ্ঞ যাগ,
সৎ-অসৎ-বিবেকহারা পরম ভাবে অজ্ঞ তারা,
রাক্ষসী প্রকৃতি তাদের মন্দ কর্মেই অনুরাগ ॥

দুষ্কর্মা ও মোহগ্রস্ত, মায়ায় অপহৃত জ্ঞান,
অসুরসুলভ বৃত্তি ধরে' আমারে অবজ্ঞা করে,
নিরুপাধি আমার স্বরূপ সত্তায় হয় সন্দিহান ॥

ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিতে বৈধ যুদ্ধ করে যেই
হত হ'লে যায় সে স্বর্গ, জেতা হ'লে পৃথ্বী ভোগ্য,
ধ্বংস কর ধর্মগ্লানি বহু জনের হিতার্থেই ॥

পণ্ডিতেরা করেন না শোক, জানেন আত্মরহস্য,
নহেন তিনি অস্ত্রে ছেদ্য, না হন তিনি জলে ক্লেদ্য,
অগ্নিতে অদাহ্য তিনি, মরুতে রন অশোষ্য ॥

দেহেরই হয় জন্ম-বিনাশ, কর্মক্ষয়েই মৃত্যু হয়,
আত্মা জেনো অবিকার্য, মৃত্যু সে অপরিহার্য,
নাই অনুশোচনার কারণ, শোক করা তো উচিত নয় ॥

সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত সে ঈশ্বর,
এই কথাটি জানলে পরে বুঝবে জীবের দেহই মরে,
ক্ষয়-ব্যয়-রহিত আত্মা সর্বকালে রন অমর ॥

জ্ঞানীর জ্ঞেয়ান-গম্য হয়েও আত্মা রহেন বাক্যাতীত,
মোদের স্মৃতির যাদুঘরে 'নেতি নেতি' বিচার করে'
তর্কবুদ্ধি পরাজিত আছেন তিনি অনির্ণীত ॥

দেহেরই হয় জন্ম-বিনাশ শুভাশুভ কর্মফলে,
কেন দেহের শোকে মত্ত ? লক্ষ্য হউক অমৃতত্ব,
স্বকর্ম-অর্চনায় মুক্ত হও এ ধর্মক্ষেত্রতলে ॥

ইন্দ্রিয়-মনো বুদ্ধিরে আত্মা বলে' না মানিয়ো,
স্থূলের চেয়ে ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্ম-শ্রেষ্ঠ, তার চেয়ে মন
আরও শ্রেষ্ঠ, মনের চেয়েও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এই জানিও ॥

হারায়ো না এ সৌভাগ্য ঘুচুক তোমার মনের ভার,
মুক্তিপথে জ্ঞানের বাতি হউক তোমার কর্মসাথী,
নির্দ্বন্দ্ব হ'লেই তব চিত্ত রবে নির্বিকার ॥

কর্ম ব্রহ্ম-সমুৎপন্ন, ত্যজ' ফলে আসক্তি,
স্বল্পমাত্র আচরিলে কর্মযোগেই মুক্তি মিলে,
তরে মহৎ ভয় হইতে কর্মে আছে সে শক্তি ॥

শুভাশুভ কর্মভেদেই নূতন জন্মে নূতন সাজ,
গুটিপোকাই প্রজাপতি-রূপে দেখা দেয় যেমতি—
'নাহং দেহো ন মে দেহঃ' জপ গো এই মন্ত্ররাজ ॥

না জন্মে মমত্ববুদ্ধি অতিথিদের পর-গেহে,
ভাবেন পথের বাসা ছাড়ি' যাবেন কবে আপন বাড়ি,
অতিথিপ্রায় থাকেন জ্ঞানী নবদ্বারী এই দেহে ॥

জলের আবরণে ঘেরা বায়ুভরা বিম্বপ্রায়
ভাসে প্রাণী ভবার্ণবে, জলেই মেশে ফাটে যবে ,
জল-পুতুলের শোকেই কাতর, অশোচ্য সব যা হারায় ॥

কৌমারে-যৌবনে-জরায়-মরণে কায় নূতন হয়,
জীর্ণ সে চীর ছাড়ি' নরে যেমন নূতন বসন পরে,
মৃত্যু নবীন দেহগ্রহণ, বিবেকী তায় কাতর নয় ॥

জীবন-মৃত্যু-সন্ধিক্ষণে ধরেন দেহী অন্য কায়,
ছাড়ি' জীর্ণ দেহাবরণ নূতন দেহ করেন ধারণ,
আত্মা না হন হন্তা, হত, কেন মুগ্ধ হও মায়ায় ॥

হবেই তব পূর্ণ বিকাশ ক্রমে ক্রমে জন্মান্তরে,
তুচ্ছ মানি' দুঃখ সুখে রও প্রসন্ন শান্তমুখে,
অন্তরে-বাহিরে-শুচি যোগী দেখেন পরাবরে ॥

বায়ু যেমন পুষ্পগন্ধ বহন করে স্থানান্তরে
তেমনি দেহ-ত্যাগের পরে ইন্দ্রিয় মন দেহান্তরে
কর্মবশে দেহস্বামী ঈশ্বর যান সঙ্গে করে' ॥

জীবাত্মা সে নূতন দেহে প্রবিষ্ট হন বারংবার,
ভোগ-বাসনা যখন মেটে, বন্দী না রন দেহের ঘটে,
পরমাত্মার অংশ তিনি, প্রকৃতিই ত ঘটায় বিকার ॥

যারে তুমি বাস' ভাল, মরিলে তার জড় দেহ
তুলে দিয়ে চিতানলে ভাস' খেদে আঁখিজলে,
দেহটি কি ছিল প্রিয় ? না সেই দেহে ছিল কেহ ?

আসক্তি-দোষ জাগলে মনে জন্মিতে হয় পুনর্বার,
হরিণ-স্নেহে ভরত রাজা সহেন পুনর্জন্ম-সাজা,—
পৃথিবীতে জীবের আসা নহে তো এই প্রথম বার ॥

এবার হেথায় আসার আগে কোথায় ছিলে পাও কি টের ?
বেঁচেছিলে স্মৃতিলোকে, কে কাঁদে কার বিয়োগ-শোকে ?
এই জনমের কান্না-হাসি যাবে তোমার সঙ্গে ফের ॥

তুমি ছিলে আমি ছিলাম, তোমার কিছুই নাই স্মরণ,
রাজন্যগণ ছিল সবাই, কারো কিছু নাই মনে নাই,
পরজন্মে থাকবে তারা, পুনর্জন্মে পুনর্মরণ ॥

লভেন সাধক ঊর্ধ্বগতি বারে বারে দেহাশ্রয়ে,
জন্মজন্মান্তরের যত সঞ্চিত সংস্কারবশতঃ—
পরম ধামের যাত্রী মানুষ, কেন কাতর দেহক্ষয়ে ?

তপস্যা, হোম, ভোজন বা দান আমায় হ'লে সমর্পিত,
তোমার যত বন্ধন-ভয় তৎক্ষণাৎ হইবে ক্ষয় ;
হে কৌন্তেয় রও সাধনায়, মিলিবে আনন্দামৃত ॥

আত্মাকে কে জানিয়ে দেবে যাঁহাতে উৎপন্ন জ্ঞান,
তিনিই বোধী স্বয়ংজ্ঞাতা, বহির্বস্তু-জ্ঞানপ্রদাতা,
তিনিই অখণ্ডিত সময় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ॥

গগন-পবন-সাগর-তপন বিরাজে তাঁর ইচ্ছা-বীজে,
কেমন তিনি সে কর্তারে মানুষ কভু জানতে নারে,
আয়ুর সীমার মাঝে অসীম জন্মগ্রহণ করেন নিজে ॥

সর্বক্ষেত্রে প্রকাশিছেন পরমাত্মা রবির প্রায়,
জীব-ব্রহ্ম-মূলে একই ভ্রান্তিতে পার্থক্য দেখি,
মানুষরূপেই ভোগ্যগুলির ভোক্তা ব'লেই জানবে তাঁয়

ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান অনন্ত, বিজ্ঞান আনন্দময়,
সর্বপ্রভেদ বর্জিত রন, প্রত্যক্ষই দেন দরশন,
চোখে 'তিমির' রোগ ধরিলে অনেক চন্দ্র দৃষ্ট হয় ॥

ব্রহ্মেরি চৈতন্যযোগে জীবদেহ চৈতন্যবান্,
থাকেন দেহের অন্তরালে, কিন্তু ভোগের কাল ফুরালে
ছাড়িয়া যান জড়দেহ সর্পের নির্মোক সমান ॥

একমাত্র আত্মা ছাড়া অপর সবি নিশ্চেতন,
অরুণ রাগে উষার আকাশ সম জীবের হয় চিদাভাস,
জবাফুলের সহবাসে স্ফটিক রঙিন হয় যেমন ॥

চক্ষুকর্ণ জ্ঞাতা নহে, মনোবুদ্ধি যন্ত্র মাত্র,
তিনিই দেখেন রঙ ও আকার, বস্তুর গুণ বোধ্য তাঁহার,
শব্দ-স্পন্দ তিনিই শোনেন, অনুভবেন পাত্রাপাত্র ॥

অভ্যাসের গুণেই ক্রমে দুঃখসহিষ্ণুদের আর
বোধ নাহি রয় দুঃখ ব'লে, অনেক দুঃখ ভোগের ফলে
লভেন সাধক মুক্তিমোক্ষ, পুনর্জন্ম হয় না তাঁর ॥

বিশ্বরূপের সমষ্টিতে তিনি রূপে পরিপূর্ণ,
সর্বত্র তাঁর প্রকাশন, সৌন্দর্য মানস-লোভন,
বুঝবে তাঁরে মনটি যবে হবে বিষয়স্পৃহাশূন্য ॥

লীলাচ্ছলে নিত্য পুরুষ রূপ ধরিয়া হন প্রকট,
অসীম হয়েও দেহের ঘটে সীমায় ঘেরা থাকেন বটে—
আকাশ সে আকাশই থাকে ভাঙিলে মৃদ্‌বিকার ঘট ॥

সর্বভূতে বিভক্তবৎ অবিভক্ত মহেশ্বর,
স্বয়ং জ্যোতিঃ, স্রুক্ ও স্রুব, তিনিই হবি, হোতা ধ্রুব,
সব আহুতি তাঁরি পদে বহন করেন বৈশ্বানর ॥

অসীম তাঁর কর্মশক্তি সসীম মন মাপতে নারে,
ঘোরায় জীবে গোলক-ধাঁধা, বাহির হবার পথে বাধা
সৃষ্টি করে পদে পদে, না পারে পৌঁছিতে দ্বারে ॥

প্রকৃতি তাঁর কর্মকর্ত্রী, আদি-কর্তা নির্বিকার,
সর্বক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানীর নেত্রগোচর-যোগ্য,
দেহস্থিত এই জীবাত্মা অখণ্ডেরই খণ্ডাকার ॥

আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে, তিনি দেহী, ক্ষেত্র দেহ,
ভূতমাত্র স-বিকার সুখ-দুখাদিগুণাধার,
আত্মা কেবল গুণশূন্য, বোঝেন ইহা কচিৎ কেহ ॥

এক অবর্ণ আকাশসম অদৃষ্টদিষ্ট গোপন রন,
চক্ষু-কর্ণ-ত্বক্-রসনা-নাসিকা-অন্তর-বাসনা
সৃজিয়া শরীরী হয়ে সব বিষয়ের ভোক্তা হন ॥

তপ্ত লৌহপিণ্ডে যেমন আঘাত করেন কর্মকার,
স্ফুলিঙ্গ সব ছড়িয়ে পড়ে তেম্নি কে ব্রহ্মাণ্ড গড়ে ?
যাহা পিণ্ডে তা ব্রহ্মাণ্ডে-অংশ মোরা এক আত্মার ॥

প্রকৃতি কার্য এই দেহে থেকেও কর্ম নাই তাঁহার,
বিকার-সাক্ষী ক্ষেত্রী ভর্তা আছেন অনুমোদন-কর্তা,
এক তিনি, অনেকও তিনি সেই অঘটন-ঘটন-কার ॥

গুণত্রয়ের বাধ্য মোরা, গুণই মোদের করায় কর্ম,
আমরা করি ভাবছি সবাই, কিন্তু মোদের কর্ম নাই,
ত্রিগুণ হতে মুক্ত হবার চেষ্টা চলে অনেক জন্ম ॥

অহংভাবে মূঢ় হ'লে জ্ঞানের নেত্র পায় না সে,
আত্মচিন্তা না করিলে শান্তিধারা কোথায় মিলে ?
অশান্ত-জন সুখ নাহি পায়, আত্মপ্রসাদ দুখ নাশে ॥

শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখ-আদি সবই অসৎ হোক এ জ্ঞান,
কেন প্রলয়-স্বপ্নে ভীত ? আত্মাই সৎ, ক্ষয়রহিত,
দুঃখে কেন দুঃখিত হও ? দুঃখে সুখে রও সমান ॥

অবশ্য-সম্ভাবী মৃত্যু, অনিবার্য মোহ-শোক,
স্বপ্নলব্ধ-জ্ঞানের মত তন্দ্রাভঙ্গে হয় বিগত,
অনাসক্তি-খড়্গাঘাতে মায়ার বাঁধন ছিন্ন হোক ॥

বাইরে থেকে যায় কি দেখা আছেন চিকের মধ্যে কে ?
অন্তর্যামী দেখেন তিনি, ধ্যানী তারে লন যে চিনি,
ডাক দিয়ে যায় অমুক্ত বাক্‌ 'ব্যথার বোঝা আয় রেখে ॥'

সাত্ত্বিকগণ ঊর্ধ্বগামী, মধ্যে রাজসিক থাকে,
জঘন্যগুণ-বৃত্তিবশে অধোগতি পায় তামসে,
গুণের পরে আছেন যিনি, গুণোত্তীর্ণ তাঁরেই ডাকে ॥

ওঙ্কার তাঁর ধ্যেয় মূর্তি, একাক্ষরেই ব্রহ্মনাম,
ওঙ্কার-সাধনার ফলে জান' তাঁরে সুকৌশলে,
মনটিকে হৃৎপদ্মে রুধি' হও একাগ্র ও নিষ্কাম ॥

ওঙ্কার-রূপ ধনুর্গুণে আরোপি' জীবাত্মা-বাণ
করলে ব্রহ্ম-লক্ষ্যবেধ তাঁহার সনে না রয় ভেদ,
তাঁহারি সাধর্ম্য লভি' ভুঞ্জিবে ব্রহ্ম-নির্বাণ ॥

নিরভিমান, মোহজয়ী, সুখে-দুঃখে-নির্বিকার,
আসক্তি-দোষ-শূন্য যাঁরা ব্রহ্মপদে বিলীন তাঁরা,
পান তাঁহাকেই ইচ্ছাতে যাঁর নিঃসৃত হয় এ সংসার ॥

অনাসক্ত যে জ্ঞানীগণ জিতাত্মা, বিগত-স্পৃহ,
ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ করিয়া যান সুখ দুখ এড়াইয়া
কিছু পাওয়া-রাখার লাগি' কদাচ নন সক্রিয় ॥

শাশ্বত আত্মারই যোগে জীবের জীবন বহমান,
নিজে নিজে জগৎ চলে—এ ভ্রান্তিটি দূর না হ'লে
যায় না বোঝা অনন্ত সে দেশ-কাল এবং ভগবান্ ॥

জীবাত্মাই সে পরমাত্মা, শ্রুতিতে সিদ্ধান্ত করে
সকলেরই আত্মা তিনি, তত্ত্বজ্ঞ জন গো চিনি',
এই শরীরেই আছেন জেনো ক্ষেত্রজ্ঞ নাম ধরে' ॥

আত্মাকে আত্মারই দ্বারা দেখেন কেহ ধ্যান-লগনে,
কেউ বা দেখেন কর্মফলে, কেউ বা সাংখ্যযোগের বলে
ঈশ্বরে অর্পিয়া বুদ্ধি বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ॥

উপরে মূল নিয়ে শাখা-পল্লবিত অশথ সহ
উপমিত এ সংসারে অক্ষয় প্রবাহধারে
প্রাণীগণের আসা-যাওয়া বারে বারে অহরহঃ ॥

সংসার অশ্বত্থরূপী রয় না জেনো রাত-প্রভাতে,
বিরাগ জাগে কার বিবেকে নিত্যানিত্য বোধ করে কে?
এই মায়া-বিটপী কাট' অনাসক্তি-শস্ত্রাঘাতে ॥

এই দেখ যা আর তাহা নাই, অথচ অব্যয়ের প্রায়
প্রতিভাত জীবের আঁখে, নদী যেমন বইতে থাকে
একটি বারিবিন্দু পলায় আরেকটি তার স্থান পূরায় ॥

জন্ম-বিনাশ-স্থিতি-বিকার-ক্ষয়-পরিণাম সত্য কি ?
কোনো দেশে কোনো সময় কোনো কিছু দৃষ্ট যা হয়
যথার্থ কি স্পষ্ট সে সব ? কিংবা মোরা ভুল দেখি।

অনাদি-অনন্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্মেতে হয় জগৎ-জ্ঞান,
আকাশ দেখি আরশি মাঝার, হেরি গো ভ্রম-মূর্তি আমার,
অনাদি হইলেও জেনো এই ভ্রমটি অন্তবান্ ॥

পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, প্রবাহরূপে যা স্থায়ী,
সব বিনাশ্য ব্রহ্মজ্ঞানে, বোঝেন যিনি ইহার মানে
তিনিই তো বেদ-পারদর্শী, তিনিই তো অমৃতপায়ী ॥

না সূর্য না চন্দ্র তারা পারে যেথায় উদ্ভাসিতে,
তাঁর জ্যোতিতে নিষ্প্রভ হয়, অনুভব-গম্য তা নয়,
নিবৃত্ত-কাম যোগী কেবল পারেন সে ধাম প্রবেশিতে ॥

মনই বন্ধু, মনই শত্রু, মনটি বশে আনা চাই,
দুরন্ত ইন্দ্রিয়-ঘোড়া মানস-রথে আছে জোড়া,
বল্গা ধর সাবধানে, পথের বাধা জানা চাই ॥

পথে অনেক অন্তঃশত্রু, অনেক মোহন প্রলোভন,
ষড়রিপুর হ'য়ো না দাস, পরিহর ভোগ-অভিলাষ,
কামেই করে স্বেচ্ছাচারী, কর আত্ম-সংশোধন ॥

বহির্মুখ সে ইন্দ্রিয়েরাই ভোগানলে দেয় ইন্ধন,
ইন্দ্রিয় যার নাইকো বশে সেই মজে হায় বিষয়-রসে,
দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইয়া, কর সাম্যবুদ্ধি-সাধন ॥

অভ্যাস-বৈরাগ্যবলে হও আসক্তিবিবর্জিত,
বশীকৃত-চিত্ত যোগী যদিই বা হন বিষয়ভোগী,
শেষ প্রাপ্তি লভেন শান্তি, শুভবুদ্ধি-প্রতিষ্ঠিত ॥

অহিংস, অজাত-শত্রু, বাধা-ভয়-শোক-জিৎ,
যোগী জানেন চুপে চুপে আনন্দ-সম্ভব স্বরূপে,
সমাধিতে লভেন তিনি জড় মনে পরম চিৎ ॥

বাসনা ও প্রাণের স্পন্দ চিত্ত-তরুর বীজ-যুগল,
বিষাদে বৈরাগ্য আসে, বৈরাগে বাসনা নাশে,
সাধু-সুজন-সহবাসে অভ্যাসে পায় পূর্ণবল ॥

ধ্যান-লগনে বিজাতীয় চিন্তা যদি জাগে মনে,
সে চিন্তা বর্জিতে হবে, অভ্যাসযোগ দ্বারাই সবে
পারেন মনঃস্থির করিতে—কহেন বেদার্থজ্ঞগণে ॥

ভোগ্যকে শত্রু মানিয়া মোহগহন পেরিয়ে যাবে,
ইন্দ্রিয়দের করিবে জয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সে নয়,
শুদ্ধ হবে চিত্ত তোমার যজ্ঞাবশেষ অন্নলাভে ॥

ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত প্রজ্ঞাচক্ষু হয় না কেউ,
বিবেকী পুরুষেরও মন ইন্দ্রিয়গণ করে হরণ,
যেমন কর্ণ ভগ্ন হ'লে গ্রাসে তরী সাগর-ঢেউ ॥

শঙ্কিত কচ্ছপের মত লুকিয়ে রাখ কর-চরণ,
ইন্দ্রিয়েরাই হয় বিষয়ী, আমি ত ইন্দ্রিয় নহি,
বিকার-হেতু বিদ্যমানে অ-বিকৃত থাকুক মন ॥

সব বিকারের কারণ মায়া, সবই জেনো স-বিকার,
রজ্জুটিকে অবিদ্যমান সর্প বোধে শঙ্কিত প্রাণ,
চন্দ্রেও হয় ভাস্কর-ভ্রম, মায়ার খেলা দুর্নিবার ॥

মায়া-জলে মায়া-ফলের রসের তৃষায় হাত বাড়াই,
মনে করি ছায়াই কায়া, চাহি যাহা পাই কি তাহা ?
তপোলভ্য সত্যফলের সন্ধানে কই চোখ ফিরাই !

আরশি-মাঝে আকাশ দেখি ব্রহ্মজ্ঞানে ঘুচবে ভ্রম,
আত্মার এই মোহাবরণ জ্ঞানেই করে অপসারণ,
মনটিকে নিশ্চল রাখিলেই করবে ত্রিগুণ-অতিক্রম

গুণ করিবে গুণের কার্য, দুঃখে সুখে রও উদাস,
স্তুতি-নিন্দা-মান-অপমান-শত্রু-মিত্রে দেখ সমান,
প্রবৃত্তি সে আসে আসুক, আসুক মোহ আর প্রকাশ ॥

জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোকের নিদান যে অজ্ঞান
তাহারি উচ্ছেদ-সাধনে সংসার-বিরাগী জনে
শম-দম-তিতিক্ষাদি করেন ধর্ম-অনুষ্ঠান ॥

ব্রহ্ম দ্বিরূপ, নিরবয়ব, সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত,
পুনশ্চ নাম-রূপ-ভেদে তাঁর উপাধিলাভ নানাপ্রকার,
স্বরূপে নাই কোন প্রভেদ, পুরুষ ক্ষরাক্ষরাতীত ॥

আনন্দরূপ অমৃতময় প্রত্যক্ষ হন কি ভাবে ?
কভু অরূপ ওঙ্কারাখ্য, কখনও পুণ্ডরীকাক্ষ,
মানব-রূপী অনাসক্ত জনেই তাঁরে দেখতে পাবে ॥

সৎ বা অসৎ নহেন তিনি, কদাপি নাই তাঁর বিনাশ,
নির্বিকার সেই আত্মারাম ব্রহ্ম হলেন সৃষ্টি-কাম,
অনিরূপ্য হ'লেও হেরো বিশ্বে তাঁহার রূপ-প্রকাশ ॥

অক্ষর ব্রহ্ম-স্বরূপে অব্যক্ত অদেহ যিনি
বিশ্বরূপে দেহ ধরেন, সক্রিয় হন, কর্ম করেন,
প্রভু-নিয়ন্তা-বিধাতা জানিও ঈশ্বর হন তিনি ॥

শ্রীভগবান্ ব্রহ্ম আত্মা সেই একেরই নামান্তর—
সর্বজগৎ ব্রহ্মময়, সেই অবিনাশ ও অব্যয়,
জীবের রূপেই ভোক্তা তিনি, বাক্যমনের নন গোচর ॥

সে অব্যক্ত হতে ব্যক্ত এ ব্রহ্মাণ্ড তাঁতেই লয়,
সমুদ্রে তরঙ্গ যেমন জগৎ প্রপঞ্চও তেমন,
এই তরঙ্গ-স্রষ্টা তিনি, এই সমস্ত ব্রহ্মময় ॥

দেশ-কালাদি-পরিচ্ছেদ-পরিশূন্য এক ঈশ্বর,
একই কালে এক আধারে বিরাজে জীব ল'য়ে তাঁরে,
নিত্যবুদ্ধ মুক্ত তিনি জীবদেহে সম্ভবপর ॥

অমূর্ত, অ-মাত্র, ব্রহ্ম, উপাস্য সচ্চিদানন্দ,
ভেদ নাহি তাঁর দেহ-দেহীর, চরণে তাঁর লুটায় শির,
সেবিলে তাঁয় টুটে জীবের মায়াজালের জটিল বন্ধ ॥

প্রেমাস্পদ এক বাসুদেবই সর্বভূতের অধিবাস,
এ বুদ্ধি যার দৃঢ় নহে, ভোগের লোভে মত্ত রহে
পায় না সে ঈপ্সিত গতি, না টুটে তার মোহপাশ ॥

তিনিই অভ্যুদয়-রাজশ্রী সদাই যেন স্মরণ রয়,
যত্র কৃষ্ণ যোগেশ্বর, যত্র পার্থ ধনুর্ধর,
সেইখানে শ্রীবিজয়-ভূতি, সেইখানে কল্যাণোদয় ॥

সেই রণজিৎ ধর্মে যাহার প্রাণের নিষ্ঠা আকর্ষণ,
অ-ধর্মে যে বিতৃষ্ণ রয়, যুদ্ধকালেও ক্রুদ্ধ যে নয়,
স্বধর্ম সর্বস্ব যাহার ঈশ্বর তার সহায় হন ॥

হৃদয়ে বিশুদ্ধ যিনি, মন এবং ইন্দ্রিয়-জয়ী,
সকল জীবে নিজের মত দেখেন যিনি অবিরত,
কর্ম ক'রেও অলিপ্ত রন,—মোক্ষ মিলায় সমত্বই ॥

ভোগ্য-স্মরণ জাগায় মনে বিষয়-সঙ্গ-অভিলাষ,
এ লোভ যদি হয় ব্যাহত ক্রোধ-রূপে সে পরিণত,
ক্রোধ থেকে জন্মে সম্মোহ-স্মৃতিভ্রংশ-বুদ্ধিনাশ ॥

বাসনা-সংস্কার-রাগ-দ্বেষ-কাম-ক্রোধ-কর্মাকর্ম-
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রোগ-ব্যাধি-জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুখাদি-
অভাব-অভিযোগ জানিও এই দেহ মনেরই ধর্ম ॥

রজোগুণের বিকার সে কাম হাজার ভোগেও তুষ্ট নয়,
ইন্দ্রিয়গ্রাম, বুদ্ধি ও মন কামেরই আরাম-নিকেতন,
কামই জ্ঞানীর নিত্যশত্রু, হও গো তুমি রিপুঞ্জয় ॥

ঋষি হয়েও মহাতাপস মোহগর্তে পতিত হন,
বিশ্বামিত্র মেনকারে অচুম্বিতা রাখতে নারে,
পুনর্বার ধরেন তনু ধনুর্বাণ-হারা মদন ॥

স্বধর্ম-পালন ব্যতীত মুক্তি পাওয়া অসম্ভব,
প্রকৃতি সে বলীয়সী, বুদ্ধি সদাই রয় তামসী,
মায়া-জয়ী বিবেকীরাই ছাড়তে পারেন ভোগোৎসব ॥

জ্ঞানী জনও স্বভাব-বশে মন্দ কর্মে হন নিরত,
বঞ্চনেচ্ছা-স্বার্থলোভে বলি দিতে পারবে যবে
দিব্যজীবন শুরু হবে, কর্ম কর বিধিমত ॥

অসাবধানী কর্ণধারের নৌকা ডোবে ঘূর্ণিপাকে,
দুর্বাসনার প্রাবল্য যার রাজশাসনেও ভয় নাহি তার,
শাস্তিতে তার নাই অধিকার, জানতে নারে সে আত্মাকে ॥

জলেই নৌকা বিপন্ন হয় চিত্তের চাঞ্চল্য-জলে,
বিষয়মধু-রসলালসা হানে গো বিদ্যুতের কশা,
ডোবায় তরী, শান্তি মিলে উত্তরিলে অচল স্থলে ॥

সরোবরের মতন নিথর দেখায় বটে জীবন-স্রোত,
ডুব দিলে যায় বুঝতে পারা সৃষ্টি-নদীর অথির ধারা
ধায় পাতালের আকাশ-তলে, আবর্তিত এই জগৎ ॥

অবিচ্ছেদে না বহে এই ঘূর্ণাবর্ত যায় থামি'
ব্রহ্মার সে নিদ্রাকালে রয় প্রলয়ের অন্তরালে,
জাগলে তিনি জাগে জগৎ, সুদীর্ঘ তাঁর দিন-যামি ॥

গুণের সাম্যাবস্থারূপা মাতৃমূর্তি প্রকৃতি সে,
ক্ষোভ জাগিলে গুণত্রয়ে তারতম্যের সৃষ্টি হয়ে
এক বহু হন, সেই বহুত্ব মহা-সমষ্টিতে মিশে ॥

ঊর্ণনাভ সে স্বেচ্ছামত গুটায় আপন জালখানি তার,
তেমনিতরই এ সৃষ্টিজাল সংহরিয়া লন মহাকাল,
এক হয়ে যায় এই বহুত্ব, এ বৈচিত্র্য না রয় আর ॥

কোন্ সে বস্তু অবিনাশী ? এ সৃষ্টি কি বিনষ্ট হয় ?
এই যে জগৎ রহে ব্যক্ত, ইহার বাইরে কি অব্যক্ত ?
দেবতা প্রাণী কর্ম যজ্ঞ—সব কি তিনিই নানাত্বময় ॥

জানি তিনি সুখ-শোকাদি সৃষ্টি করেন কাল-মাঝার,
আমরা তাঁহার সত্তা পেয়ে চিন্তি তাঁরই শক্তি নিয়ে
তিনিই নিজে দণ্ড বাজে করতে পারেন প্রত্যাহার ॥

বাঁধে নির্বিকার দেহীকে শিকলি-প্রায় গুণত্রয়,
সত্ত্ব যাহার ভাগ্যক্রমে পরাভবে রজস্তমে
হয় সে জ্ঞানী, হয় সে সুখী। তমঃ প্রমাদ-নিদ্রাময় ॥

কর্মারম্ভ-লোভ-অশান্তি রজোগুণের বৃদ্ধি-চিহ্ন,
রজঃ কভু প্রবল হয়ে ঢাকে অপর গুণদ্বয়ে,
রজোজাত জয়োল্লাসী চায় না কাম্য কর্মভিন্ন ॥

থাকতে রজঃ আসক্তি-পাশ এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব,
সত্ত্বগুণটি হারিয়ে লোকে সব বিপরীত দেখে চোখে,
তৃষ্ণাসক্তি-জাত রজঃ ভালো লাগায় ভোগোৎসব ॥

কেন তুমি ভাব সদাই, আপনি বড় সবাই ছোট ?
ছায়া-আলোক সমজ্ঞান, ভিক্ষা-উপহারে সমান,
শ্রদ্ধা দিয়ে শ্রদ্ধেয় হও, ক্ষতি-বৃদ্ধি ছাড়িয়ে ওঠ ॥

ক্ষিত্যপ্-তেজ-মরুদ্‌ব্যোম মন-বুদ্ধি-অহংকার,
এ অষ্ট প্রকৃতি ছাড়া আরেকটি চৈতন্য ধারা
জীবের রূপে দেয় সে সাড়া, পরাপ্রকৃতি স্রষ্টার ॥

প্রকৃতি পুরুষের যোগেই সৃষ্টি ঘটে হে কৌন্তেয়,
জীব-ভূতা প্রকৃতি তাঁর মায়াতে বিস্তৃতি প্রসার,
প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া ছদ্মবেশী ধরেন দেহ ॥

বীজদাতা অধ্যক্ষ তিনি, প্রকৃতি সে গর্ভাশয়,
ক্ষেত্ররূপা অচেতনা প্রকৃতি পায় সে চিৎকণা,
দীপের শিখাস্পর্শে যেমন নূতন দীপটি দীপ্ত হয় ॥

মনের চেয়ে বুদ্ধি বড়, বুদ্ধি হতে সে অব্যক্ত
আত্মা জেনো শ্রেষ্ঠ আরো, সাধন-ফলে জানতে পার,
আত্মা নিত্য সত্য বস্তু বোঝেন যাঁরা অনাসক্ত ॥

তাঁরাই তাঁহার অতিপ্রিয় শ্রদ্ধাযুক্ত স্থিরমতি,
শান্তরজঃ শান্তচিত, পূর্ণরসে রসায়িত,
ইচ্ছাব দাসত্ব হতে মুক্তিই উত্তমা গতি ॥

মুক্তি তোমায় দেবেন জেনো সেই পিপাসা-পাশ-নাশন
অহিংসা-সারল্য-সত্য-পথেই মেলে শুদ্ধ সত্ত্ব,
অমানিত্ব-অদম্ভিত্ব হোক তব চরিত্র-ভূষণ ॥

ইষ্টানিষ্টে সমচিত্ত, অরতি হোক লোকালয়ে,
দারাপুত্রে অনাসক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি
প্রভৃতি জ্ঞান-সাধন-ফলে যাবেই তুমি মুক্ত হয়ে।

সাধন-কথা

ভাঁজ খুলে কে পড়বে লিখন কালের জন্ম-পত্রিকায় ?
পৌনঃপুনিক এই দশমিক অঙ্ক কষেন ঐন্দ্রজালিক,
অভিনেতা বিরাট পুরুষ বহু নটের ভূমিকায় ॥

তিনিই কেবল নিত্যস্থায়ী, ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি তাঁর,
দ্বৈত তখন হয় নি দৃষ্ট, জীবন-মৃত্যু হয় নি স্পষ্ট,
সৎ কি অসৎ অবিজ্ঞেয়, বোধাতীত অন্ধকার ॥

দিবস-রাত্রি-আকাশ-ভূমি-সলিল তখন কোথায় ছিল ?
শক্তি শক্তিময়ে লীনা কে বলিবে ছিল কিনা ?
প্রসুপ্তভাব অবসানে গুণের খেলা আরম্ভিল ॥

গুণত্রয়েই দেহোৎপত্তি সকল কর্ম ক্রিয়মাণ,
অহংজ্ঞানে মূঢ় হ'লে অকর্তাকেই কর্তা বলে,
গুণই প্রকৃতির পরিণাম দেহেন্দ্রিয়ের উপাদান ॥

সংসার-বন্ধনের হেতু গুণত্রয়ে বদ্ধ ত্রিলোক,
গুণের ক্রিয়া না হবে রোধ গুণেই জাগে সুখদুখবোধ,
গুণ ছাড়া নাই কর্তা অপর, অহং ভাবটি লুপ্ত হোক ॥

গুণত্রয়ের ক্রিয়াদর্শী আমিই আত্মা এই ঘোষণা,
করেন সাংখ্য যোগীগণ ঈশ্বরেতেই ফলার্পণ,
করেন বহু কর্মযোগী, কর্মে তাঁদের উপাসনা ॥

আমি যখন নই গো আমি, তখন আমার কিসের দাবী ?
মোর মাঝারে আছেন যিনি তোমার মাঝেও তাঁরে চিনি,
কিছুই নহে তোমার বা মোর, গচ্ছিতে নিজস্ব ভাবি ॥

তোমার সাথে কহি কথা, তুমি কি ওই তোমার দেহ ?
পথের রথে রাতের দেখা, আসা একা, যাওয়া একা,
পথ ফুরালে রয় কি মনে পথের সাথীর প্রীতি-স্নেহ ?

স্বপ্নে-দেখা বস্তু সাথে রহে কি সম্বন্ধ কারো ?
জন্মে প্রাণী বারে বারে, জন্মান্তরের বনিতারে,
পুত্রকন্যা-পরিজনে দেখলে কি আর চিনতে পারো ॥

এই জীবনের লক্ষ্য কিবা ! স্বর্গ কিংবা মর্ত্য কি ?
আছে কি যোগসূত্রে গাঁথা ? কর্মের ফল দেন কি ধাতা ?
কেন ধ্যানীর ধেয়ান ভাঙ্গে ইন্দ্রসভার নর্তকী ?

শান্তি-সুধা মিলবে হ'লে নিরাকাঙ্ক্ষ নির্বিষয়,
রূপে রসে ম'জে আছি, কে আমি তা ভুলিয়াছি,
কদাপি অজিত-চিত্ত যোগাসনের যোগ্য নয় ॥

জরা-মরণ-যন্ত্রণাতে সদাই মোরা মুহ্যমান,
অশ্রুকণা কুড়িয়ে বেড়াই, ত্রাহি ত্রাহি করছি সদাই,
মায়াধীশের প্রসাদ বিনা মায়া হতে কে পায় ত্রাণ ?

এই যে কাঁদন কাঁদছি মোরা, কাঁদান যিনি কই তিনি ?
তিনিই কি এই মাটির স্তূপে কাঁদেন আমি-তুমিরূপে,
সুদুস্তরা এই মায়াকে করেন লীলার সঙ্গিনী ?

শ্রদ্ধাভরে তোমায় ডাকি, নাই দ্বিতীয় পন্থা আর,
তুমিই যথার্থ বাস্তব, আর যা কিছু মায়াই সব,
তুমিই কেবল মায়াধীশ—মায়াই মাটি, মায়াই পাথার ॥

সমস্ত মমত্ব ঠাকুর, সমর্পিনু তোমার পায়,
সবই অলীক, অস্থায়ী সব ঐহিক ভোগ-বিলাস-বিভব,
লোভনীয় নয় কিছু তার তোমার প্রসাদ যে জন পায় ॥

যা লভিলে অপর কিছুই লভ্য ব'লে লয় না মন,
না থাকে আর কোন চাওয়া, অধরাকে যায় গো পাওয়া,
সারাজীবন করতে হবে হারানিধির অন্বেষণ ॥

তাঁহার শক্তি ভাবি আমার, বুঝতে নারি এ শক্তি কার,
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জিতে' মহাধনু উত্তোলিতে
অসমর্থ হলেন পার্থ, পাঞ্চজন্য বাজে নি আর ॥

জাগে স্মৃতির প্রতিস্মৃতি ভারত-তীর্থে চতুর্ধামে,
অমাতিথি মহালয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মে গয়ায়
তর্পি মোরা পিতৃগণে কুরুক্ষেত্র পুণ্যনামে ॥

হে ব্রহ্মদেব, তোমার সৃষ্ট ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ভূতেশ্বর,
প্রকৃতি সে মায়া তব নমো নমো ভবধব,
হে নারায়ণ, তোমার চরণ স্মরাও মোরে নিরন্তর ॥

হও প্রসন্ন হও গো প্রীত, তুমি সর্ব যজ্ঞেশ্বর,
তোমার প্রিয় কার্য করাও, মায়ার যবনিকা সরাও,
হরি তোমার তুষ্টিতে হয় তুষ্ট জগৎ চরাচর ॥

অগ্নি তোমার ইচ্ছা বিনা পোড়ায় কি একগাছি তৃণ ?
ফুলের পরাগ ধূলিকণায় উড়িয়ে দিতে পারে না বায়,
হরি তোমার শক্তি বিনা বাজে না মোর মর্মবীণও ॥

বলব না আর আমি আছি, এ অস্মিতা লও হরি,
জানি তোমার শক্তিবলে ফুলটি পরিণত ফলেঁ—
বাসুদেবময় চরাচর কোন্ সাধনে বোধ করি ?

এই দেহ তো কেহই নহে, তবে কেন হে ঈশ্বর,
রাগ বিরাগে মিশাইলে, হিংসা-দ্বেষে বিষাইলে,
জন্মমৃত্যু-দেহবন্ধে দাও গড়িয়া খেলার ঘর ?

অন্তরালে লুকিয়ে থেকে কর অগ্নি-পরীক্ষা,
কেন তোমার প্রিয় না হই, তোমার 'পরে সে আশা কই ?
দয়া মাগে অপরাধী, করি ক্ষমার প্রতীক্ষা

কুসুম-হারে সূতার সম লুকিয়ে আছ অপ্রমাণ,
পাপড়ি যখন পড়বে ঝরি' তখন তোমায় দেখব হরি,
যে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা কর ঠাকুর ভিক্ষাদান ॥

আপ্‌নারে নাথ বিলিয়ে দিয়ে বিশ্বরূপে স্পষ্ট হও,
সাগর ভূধর আকাশ নীলে ক্ষণপ্রভায় তরঙ্গিলে,
লুকিয়ে রাখ স্বরূপ তোমার, জ্ঞানীর চোখে দীপ্ত রও ॥

কোথায় খুঁজি দিশে হারাই, নয়ন ঢাকে কুহেলিকায়,
দেখতে নারি গিরিশিখর ভাসিছে মেঘ চোখের উপর,
মরুপথের যাত্রী সম বারি ভাবি মরীচিকায় ॥

মন টলে না, চোখ গলে না এই দুনিয়ার ভাঙাগড়ায়,
ঘর আমারে না দিল ঠাঁই, অনিকেত ঘুরে বেড়াই,
আকাশ মোরে যাদু করে সাগর-ঢেউয়ের ওঠাপড়ায় ॥

ভালমন্দ করাও যাহা তাই আমাদের করণীয়,
যা করি হোম দান বা অশন, হয় যেন সব হরি-তোষণ,
মোদের জঠরাগ্নিরূপে লও তুমি অন্ন, পানীয় ॥

কবে তোমার শ্রীমুখ দেখে ভুলব আমার দুঃখজ্বালা,
বিদুর যদি ভক্তিভরে ক্ষুদ-কণা দেয় তোমার করে
লও তুমি তার চিৎভাবটুক—না লও রাজার মণির থালা।

নাশো ঠাকুর আসক্তি মোর, এই পুতুলের খেলাঘরে
একটি পুতুল ভেঙে গেলে বিঁধে হৃদয় তপ্ত শেলে,
সবই ক্ষণিক-স্বপ্ন জেনেও চোখ ফেটে হায় রক্ত ঝরে ॥

জানি তোমার ইচ্ছা বিনা ঘটে নাকো কিছুই হেথা,
আমার কূপে সাগর-বারি কেমন করে আনতে পারি ?
মোহমুক্ত হইতে নারি, ঘুচাও প্রাণের গভীর ব্যথা ॥

জপ-যজ্ঞ

ভিন্ন ভিন্ন জীবের আত্মা যদিও হয় পৃথক্‌জ্ঞান,
বিশ্বাত্মার অংশ তাহা, ঘটের মাঝে আকাশ যাহা
ঘট ভাঙিলেই মহাকাশে বদ্ধাবস্থা অবসান ॥

আত্মাই রূপ-গুণ-অবস্থা-যুক্ত হয়ে' আপনাকে
নিজ মায়ায় সৃষ্ট করেন, জীবের চোখে আকার ধরেন,
সর্বভূতেই তাঁর চেতনা, ব্যক্ত ব্রহ্ম জানবে তাঁকে ॥

করেন তিনি জগৎলীলা, যাবতীয় খণ্ডদ্রব্য
পদার্থ, ঘটনাক্রিয়া-বিষয়-বিপর্যয় লইয়া
তিনিই ত জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, ভোক্তা তিনি ভক্তি-লভ্য ॥

কেবল জ্ঞান-মূর্তি তিনি, অদ্বৈত অরূপ সত্ত্বা,
অখণ্ড চৈতন্য-সাগর, নহেন বাক্য-মনের গোচর,
সংস্থা তাঁহার নিষ্ক্রিয়-স্থির, কর্তা হ'লেও রন অকর্তা ॥

সম-স্বরূপ হ'লেও তিনি নিজ মায়ায় বিষম দেখান,
নিরাকার আকারযুক্ত, অসীম সসীম মূর্তামূর্ত,
চিন্ময় ভূতময় সর্ব, যুগপৎ বিরাজমান ॥

নিষ্ক্রিয় হয়ে সক্রিয়, মায়াতীত মায়াময়,
পূর্ণ-অংশ হন সমষ্টি, গুণের অধীন হন গো ব্যষ্টি,
শক্তি-অতীত শক্তিযুক্ত, গুণী ও নির্গুণ উভয় ॥

বিশ্বে যে চৈতন্য দেখ, এই চেতনা অংশ তাঁর,
তাঁহারই সিসৃক্ষাক্রমে জীবাত্মা আবদ্ধ ভ্রমে,
পৃথক পৃথক দেহ ধ'রে করেন কর্ম বারংবার ॥

নূতন বস্তু হয় না সৃষ্ট, 'নাবস্তুনাবস্তু সিদ্ধিঃ'—
বস্তুরই হয় রূপান্তর, যেদিকে চাও, চরাচর
বস্তুরই নূতন সমবায়, হে পার্থ আত্মানং বিদ্ধি ॥

তোমায় জানা তুঙ্গ বিদ্যা, তোমার কৃপাই গুপ্তধন,
তোমার আনুকূল্য পেলে জীবের চরম কাম্য মেলে,
তোমার অনুগত হ'লে প্রভু তুমি হও আপন ॥

গীতায় তোমায় ব্রাহ্মীলিপি পাঠ করেছি হে গোবিন্দ,
কেন ঠাকুর ঘুরাও আমায় যন্ত্রারূঢ় ঘটেরি প্রায়—
অর্ঘ্য দানের যোগ্য কর আমার মানস-অরবিন্দ ॥

কর্মক্ষেত্র এ সংসারে ঘোর বিষয়াসক্ত হয়ে'
ভ্রমি যেন ক্ষিপ্ত বারণ, না মানি অঙ্কুশের তাড়ন,
কিংকর্তব্য-মূঢ়মতি লুব্ধ স্বর্ণমৃগের মোহে ॥

জগন্ময়ী প্রতিমাতে তোমার অঙ্গ-কান্তি হেরি,
কবে তোমার পথে যাব, ভয়কে আমি ভয় দেখাব,
নমঃ সর্বাত্মনে নমঃ—হে সর্বনিয়ন্তা হরি ॥

বৃথা কাজে ব্যস্ত থাকি পাই না সেবার অবসর,
যাহা করি তোমারই কাজ করাও প্রভু মর্মাধিরাজ,
সকল পূজায় পূজ্য তুমি, তোমার স্তোত্র সকল স্বর ॥

দেবপূজক দেবলোকই পায়, পিতৃপূজক পিতৃলোক,
কেবল তোমার ভজনকারী প্রসাদকণা পায় তোমারই,
হে দরদী দয়াল হরি, তাহার পানে ফিরাও চোখ ॥

পাঠাও পরম আনন্দদূত তোমার নানা অবতার,
তাদের স্পর্শদীক্ষা পেয়ে পাপী তাপী যায় তরিয়ে,
সকল কিছু বিসর্জিলে হও অনুকূল কর্ণধার ॥

পূর্ণতালাভ করেন তিনি, অপর প্রাপ্য রয় না তাঁর,
না রহে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ-রস-শব্দাদি বাহ্য-
বিষয়ে তাঁর অনাসক্তি, অহংবোধটি না থাকে আর ॥

হে নিখিলের সমুদ্ধর্তা, হে অপরিবর্তনীয়,
মায়ী তোমায় না যায় জানা, জগদ্রূপে ভাসমানা,
তোমার মায়ামুগ্ধ জীবের সজল আঁখি মুছে' দিয়ো ॥

এ শ্রোত্রেরই শ্রোত্র তুমি, নেত্র তুমি এ নেত্রের,
তুমি যে বাক্যেরই বাক্য, এ মন তোমার মনের সাক্ষ্য,
চক্ষুঃকর্ণ-অতীত নাথ, ক্ষেত্রী তুমি এ ক্ষেত্রের ॥

তোমায় যেন বাসি ভাল আমার নয়ন-তারার প্রায়,
চৌদিকে যা কিছু হেরি তোমারি রূপ-রস-মাধুরী,
তুমিই আছ, আর কিছু নাই, আর্ত পরাণ কৃপা চায়।

তোমার ইচ্ছা অনুসারেই হই আমি পরিচালিত,
বিঘ্ন থেকে রক্ষাতরে তোমার কর্ম করাও মোরে,
সর্বৈব মিথ্যা যাহা কর তা অপসারিত ॥

আসক্তির যে দাস হব তার বন্ধনভয় অনিবার্য,
ইন্দ্রিয়রঞ্জন যাহা পাই তাহার কোন মূল্যই নাই,
সত্ত্বগুণটি না পাইলে দুঃখ তো অপরিহার্য ॥

এই গুরুভার—দুর্ভাবনার বোঝাটি আর বইতে নারি,
তোমার কোলেই আছি আমি, তবে আমার ভয় কি স্বামী ?
ক্ষম মোরে, হই যেন গো তোমার কৃপার অধিকারী ॥

সর্বজীবে প্রীতিভরে সেবাধর্মে তোমার ভজন,
স্বার্থ হ'লে পরার্থে লয় মিলবে তোমার চরম অভয়,—
নৈবেদ্য সাজিয়ে দেব স্বার্থত্যাগের উপকরণ ॥

অতিথি-সেবাই নৃযজ্ঞ, যার দুয়ারে ক্ষুধাতুর
ফিরিয়া যায় শূন্য করে পাপের অন্ন সে গ্রাস করে,
যাবার বেলা ছদ্মরূপটি বদ্‌লে দেখা দেন ঠাকুর ॥

পিপাসিত অতিথ এলে জল দিয়াও যে তৃপ্ত করে
নারায়ণই লন তার জল, লন সে পত্র পুষ্প বা ফল,
নিবেদিত হয় যা কিছু মনুষ্যকে শ্রদ্ধাভরে ॥

সর্বপ্রাণীর দুঃখ বা সুখ নিজের ব'লে বোঝেন যিনি,
লাগলে আঘাত কারো চোখে বাজে যাঁহার নিজের বুকে
সর্বভূতে অনুকম্পী যুক্ততম যোগী তিনি ॥

যেটুকু পান তুষ্ট তাতেই, দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর,
তুল্য নিন্দা বন্দনাতে, দূষিত নন পক্ষপাতে,
অন্তরে বাহিরে শুচি, তিনিই মুক্ত ভক্তবর ॥

প্রারব্ধ তাঁর কর্মবশেই সংসার-ভোগ করেন তিনি,
ভোগ্য যাঁহার কাম্য নহে তাঁকেই স্থিতপ্রজ্ঞ কহে,
প্রাপ্য তাঁরি ব্রাহ্মী-স্থিতি জন্ম-মৃত্যু-বিজয়িনী ॥

মৃত্যুকালে ব্রহ্মনিষ্ঠা নিমেষ মাত্র পেলে কেহ,
যাত্রা করেন দেবযানে, প্রবেশ করেন মোক্ষস্থানে,
মায়াতে আর মুগ্ধ না হন জন্মে জন্মে ধরি' দেহ ॥

দেহী বহু হ'লেও জেনো একই পুরুষ সনাতন,
জ্ঞাতা চৈতন্য হইয়া, নিজ মায়ায় বিমোহিয়া
প্রপঞ্চ ভৌতিক দেহটি ধারণ ক'রে দেহী হন ॥

জিতেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি মুনির না রয় লোভ ও ভয়,
কার্যসিদ্ধি, কার্যহানি লন দুটিকেই তুল্য মানি'—
বাহির তাঁহার বাইরে থাকে অন্তরে রন সর্বময় ॥

শ্রেষ্ঠযোগীর উপমা ওই অকম্পিতা দীপ-শিখা,
কিছুই তাঁহার নহে হেয়, কিছুই নাহি উপাদেয়,
আমি-আমার জ্ঞান থাকে না, অচ্যুত তার জয়-টীকা ॥

ইন্দ্রিয় প্রশান্ত যাঁহার, হয় তাঁরই আত্মদর্শন,
এই বহু-বিচিত্র বিশ্ব তখনই তাঁর হয় অদৃশ্য,
একটি মাত্র সুরে বর্ণে সিদ্ধপুরুষ বুদ্ধ হন ॥

সুপ্ত তাঁহার মমত্ববোধ, শুভাশুভে নিস্পৃহ,
গুণাতীতের মৌনচিহ্ন, কি প্রশান্তি ঔদাসীন্য !
দুঃখে রহেন অনুদ্বিগ্ন, নাই প্রিয় বা অপ্রিয় ॥

ব্রহ্মে ন্যস্ত সর্বকর্ম, নাই অনুরাগ কর্মফলে,
জ্ঞানেই চিত্ত-শোধন-শক্তি ঈশ্বরে পরানুরক্তি,
জ্ঞানেই কর্ম ভস্মীভূত দারু যেমন দাবানলে ॥

আত্মীয়ত্ব-পরত্ব নাই নির্বৈর ও শুভার্থী,
নিজের তৃপ্তি-প্রীতির তরে কিছুই সে জন নাহি করে
কৃষ্ণে ফলোৎসর্গ করি' ঘুচেছে খেদ শেষ আর্তি ॥

তিনিই তো বিশিষ্ট পুরুষ ভক্তি যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান,
সর্বথা রাগ-দ্বেষাদিহীন সুহৃৎ, বন্ধু বা উদাসীন,
হন্তা বা দুরাত্মা, দ্বেষ্য, মিত্র বা মধ্যস্থে সমান ॥

লোষ্ট্র-পাষাণ-স্বর্ণে সমান, সাধু কিংবা দুরাচারে,
পক্ষাপক্ষে সমবুদ্ধি, খর্ব না হয় সত্ত্ব-শুদ্ধি,
ইহলোকেই জীবন্মুক্ত যোগী ব'লে জানবে তাঁরে ॥

কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী নন, না হন যদি আসক্তিহীন,
বিনা কর্ম-অনুষ্ঠান জন্মে না নৈষ্কর্ম্যজ্ঞান,
সন্ন্যাসী কেউ হয় না নিলেই কন্থা-করঙ্ক-কৌপীন ॥

বিদ্যা-বিনয়-অলঙ্কৃত ব্রাহ্মণে বা গো-হস্তীতে,
চণ্ডালে কুক্কুরে তাঁহার তুল্য দৃষ্টি, হয় না বিকার
তাঁরেই জেনো ব্রহ্মদর্শী পণ্ডিতেরি মণ্ডলীতে ॥

এই মানুষই দেবতা হয় অসূয়া-দ্বেষ বর্জিলে,
কেন সর্পশিশুগুলি লও ভরিয়া মনের ঝুলি ?
সত্ত্বগুণের স্ফটিক মণি প্রকাশ পাবে শাণ দিলে ॥

ঐ আকাশের নীল কোটরে যায় না পাতা যাঁর আসন,
যাঁর চেয়ে নাই কিছুই বড় তাঁহার বাসের দেউল গড়',
জ্যোতির্ময়ে পঞ্চপ্রদীপ-শিখায় কর নীরাজন ॥

প্রাণ-অপানের উর্ধ্ব এবং অধোগতি থামবে যবে
মনঃ-স্থৈর্যে প্রাণায়ামে স্মরিবে অন্তরারামে,—
রুদ্ধ বায়ু নাসাপুটেই, বহির্বায়ু বাইরে রবে ॥

মৃত্যুকালে অচল মনে অনুস্মর' বিধাতারে,
ভ্রূ-মধ্যে ধরিয়া প্রাণে ভাব' অণোরণীয়ানে
ওঁকারের উচ্চারণে পাবেই জেনো পাবেই তাঁরে ॥

স্মরিলে একান্তচিতে সারাজীবন নিরন্তর
মৃত্যুকালে পড়বে মনে,—ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি-স্থাপনে
নাই সমর্থ হও গো যদি, মন জপিবেই একাক্ষর ॥

অক্ষরে সম্ভূত বিশ্ব, অক্ষরই তাঁর পরম ধাম ;
পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্যতীরে ব্রহ্মলোক হতেও ফিরে,
সেই পঁহুছে তাঁহার কাছে যে করে নিত্য প্রণাম ॥

এক তিনি বই অপর কেহই চির-আপন নয় তোমার,
অজ্ঞানে জন্মে সংশয়, হউক তোমার জ্ঞান-উদয়,
জ্ঞান-তরীতে যাত্রা করো পেরিয়ে যাবে পাপ-পাথার ॥

যজ্ঞ আছে নানাবিধ, বিতরে অমৃতাস্বাদ,
যজ্ঞমাত্র ব্রহ্মময়, জ্ঞানযোগেই সমুদয়
কর্মের সমাপ্তি ঘটে, কর্মে জ্ঞানে নাই বিবাদ ॥

কেবল সূক্ষ্ম-বুদ্ধিগ্রাহ্য সেই আনন্দ রমণীয়
হবে যখন আস্বাদিত, শেষ হবে অভিলষিত,
উপলব্ধ অখণ্ড সুখ—বোঝেন তাহা জিতেন্দ্রিয় ॥

তরাবে উত্তমা ভক্তি ত্রিগুণময়ী মায়ার পার,
ব্রহ্মবিৎ সে ব্রহ্মেরি-প্রায় হন বিদেহ জপ-সাধনায়,
তাঁহারই সাধর্ম্য লভি পুনর্জন্ম হয় না তাঁর ॥

আকাঙ্ক্ষা-দ্বেষ না থাকে যাঁর তিনিই তো নিত্য-সন্ন্যাসী,
মোহ নষ্ট না হইলে পরম তত্ত্ব নাহি মিলে,
জ্ঞানাগ্নি সে সূর্য সমান নাশে মোহ-আঁধার-রাশি ॥

যাত্রা করো আত্মস্থানে, হোক তব ক্ষেত্রজ্ঞ-বোধন,
ভাঙুক অভিমানের স্তম্ভ, ঘুচুক আত্মশ্লাঘা-দম্ভ,
ব্যবহারে পারুষ্য যার, বৃথা গো তার ভজন-সাধন ॥

শত্রুরও সৌভাগ্য হেরি' মন যেন রয় আনন্দিত,
পরের শ্রীতে কাতর হয়ে কেন থাক দুঃখ স'য়ে ?
ছাড়লে পরের দোষোদ্ঘাটন স্বস্তি পাবে তোমার চিত ॥

নির্বাসিত করতে হবে যাহা কিছু সমাজ-দূষণ,
দুর্নীতির পরিহারে মহত্ত্বের অধিকারে,
ন্যায়ধর্মের সুবিচারে নির্মিত চরিত্রভূষণ ॥

কর্মফলে নাই কামনা কর্তৃত্বেরও অভিমান,
পুত্রাদিতে প্রীতিবশে অথবা ঈর্ষা-বিদ্বেষে
কর্মারম্ভ করেন নাকো নিত্যশুদ্ধ সত্ত্ববান্ ॥

উচ্ছ্বাসে যাঁর বেদের প্রকাশ হন সে ব্রহ্মে নিষ্ঠাবান্,
মহাফলোদয়ী যে জ্ঞানে সুরধুনী বহায় প্রাণে
কর্মফলের ত্যাগী জনে করেন সেথা মুক্তিস্নান ॥

ঈশ্বরে-অর্পিত-চিত্ত ক্ষমাবান্ ও অবিক্রিয়,
লাভ-অলাভে উপেক্ষিয়া উদাসীন তাঁদের হিয়া
হর্ষক্রোধ-ভয়োদ্বেগে রয় অপরিবর্তনীয় ॥

দ্বেষ নাহি যাঁর কারো প্রতি, সরল মিত্র-ব্যবহার,
দুঃখীজনের প্রতি সদয়, সর্বভূতে দেন গো অভয়,
দুঃখে সুখে সমান থাকেন নির্মম-নিরহঙ্কার ॥

হও কল্যাণ-কর্মে রত, লও গো ব্রত লোকসেবার,
নিজের সুখের আশায় কর্ম করায় তোমায় তামসধর্ম,
ডাকেন তোমায় জগদ্বিত বিরাট যজ্ঞশালায় তাঁর ॥

দুর্জ্ঞেয় এই কর্মগতি, গতিই কর্মযোগী করে,
গতিহারা না হন সূর্য, তাই তো তিনি জগৎপূজ্য,
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ভাস্করেরই সে ভাস্করে ॥

তোমার চোখে দেখেন যিনি, তিনিই দেখেন আমার চোখে,
শোনেন তিনি মোদের কাণে, আছেন মনে, আছেন প্রাণে,
যে দিকে চাও তাঁরই কর্ম, তাঁরি বিহার লোকে লোকে ॥

এ সব কিছুই তোমার নহে, তাঁহারই লাভ, তাঁরই ক্ষতি,—
হের গো ওই বৃক্ষ ধরে পুষ্প ও ফল পরের তরে,
কর্ম-অকরণে যেন কভু তোমার না হয় মতি ॥

না হ'য়ো ফলার্থী তুমি, কর্মে কেবল অধিকার,
যখন হবে নিরদ্বন্দ্ব টুটবে তোমার কর্মবন্ধ,
জানিলে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে রয় না কোনই কর্ম তার ॥

আসক্তি থাকিলে ফলে সে কর্মে রয় বন্ধভয়,
কর্মাকর্ম-নির্ধারণে ভুল ঘটে জ্ঞানীরও মনে,
কর্ম সে নিষ্কাম হইলেই জ্ঞানে সে ভুল দগ্ধ হয় ॥

কর্ম যে তাঁর উপাসনা, স্বধর্মে সৎকর্ম করা,
স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম ভয়াবহ,
বিষে কেন সুধাভ্রমে পান ক'রে রও জ্যান্তে মরা ?

যজ্ঞ, দান ও তপ ব্যতীত অপর কর্ম দোষযুক্ত,
নাইকো যাঁহার কোনই দ্বন্দ্ব তিনিই এড়ান কর্মবন্ধ,
ত্যাগের অর্থ আসক্তি-ত্যাগ, কর্মের ত্যাগ নহে উক্ত ॥

কারেও নাহি করেন প্রভু ছোট বড় স্ব-ইচ্ছায়,
আপন আপন কর্মফলে দুঃখী সুখী হয় সকলে
অনাদিকাল-প্রবৃত্ত এই পুরুষ-প্রকৃতির খেলায় ॥

সংশয়ীদের বিনাশ ঘটে—শাস্ত্রবাণী ইহাই বলে,
কি ইহলোক-পরলোকে কোথাও তারা রয় না সুখে,
ঈশ্বরানুরক্ত জনের শান্তি মেলে জ্ঞানের ফলে ॥

বাহিরে যার গেরুয়াবাস, ভিতরে রাগ-রঙিন মন,
পায় না শান্তি সে অভাজন, ব্যর্থ তাহার কৃচ্ছ্রসাধন—
না হ'লে সংকল্পশূন্য কপট সে সন্ন্যাস-গ্রহণ ॥

কাম-রাগ-সম্পর্কশূন্য বলই কর্মযোগীর বল,
অবশ্য-কর্তব্য বলে' যজ্ঞ কর সুকৌশলে,
কাম-জয়ীরাই পান সকলে কর্মফল-ত্যাগের ফল ॥

দোষযুক্ত বলি কেহ ছাড়েন কাম্যকর্মচয়,
সকাম-কর্ম বন্ধ-কারণ, এই কথাটি রেখো স্মরণ,
কর্ম ক'রেও ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগকেই নৈষ্কর্ম্য কয় ॥

জ্ঞানোদয়ে অনাসক্ত-চিত্তে তাঁরা করেন কর্ম,
লোক-সংগ্রহেরি জন্য, চিত্তশুদ্ধি-লাভে ধন্য
হন তাঁহারা, ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্য তাঁদের (শ্লোকের মর্ম)

সন্ন্যসনই শ্রেষ্ঠ তপঃ, স্বকর্ম নাই সন্ন্যাসীর,
কেবল লোকের শিক্ষা লাগি' কর্ম করেন স্বার্থত্যাগী,
না হন দুঃখ-সুখের ভাগী, হন আদর্শ-কর্মবীর ॥

তিনিই নিত্য-সন্ন্যাসী যাঁর রাগ-দ্বেষাদি বালাই নাই,
সর্বদর্শী চক্ষুষ্মান্ সমান দেখেন কর্মজ্ঞান,
পদ্মপত্রে জলের মত অনাসক্ত রন সদাই ॥

সন্ন্যাসী বা কর্মযোগী দোঁহার মেলে একই ফল,
ফলাভিসন্ধি-রাহিত্য শুদ্ধ করে তাঁদের চিত্ত,
ঈশ্বরে অর্পিলে কর্ম টুটে আসক্তি-শৃঙ্খল ॥

তৃতীয় নেত্রে পান যে সব ভক্তেরা তদ্গতপ্রাণ
তাঁর লীলাকীর্তন-বাসরে তাঁর কথা কন পরস্পরে—
তাঁহার আবির্ভাব-বিভূতি সর্বলোকেশ্বর ভগবান্ ॥

শম-দম-ক্ষমা-সত্য-অসম্মোহ-বুদ্ধিজ্ঞান,
দ্বন্দ্ব এবং উদ্ভব-নাশ সর্বভাবেই তাঁরই প্রকাশ,
অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, যশ বা অযশ তপোদান ॥

নিষ্ঠা সে দ্বিবিধা বটে, (পদটি কিন্তু একবচন)
জ্ঞান-যোগে বা কর্ম ক'রেই মোক্ষ পাবে, যে পথ ধ'রেই
যাও না কেন সাধন-বলে পৌঁছিবে সেই এক সদন ॥

কদাপি কল্যাণকারী জন না পান তিলেক দুর্গতি,
ছিন্ন মেঘের খণ্ড সমান নষ্ট না হন সে ভাগ্যবান্
সিদ্ধিপথে জয়-পতাকা মুক্তি-ছটায় ভাস্বতী ॥

সিদ্ধিলাভের চেষ্টা ক'রে যোগভ্রষ্ট হন যাঁরা
যোগীর কুলে আসেন কেহ, কেউবা শ্রীমান্‌দিগের গেহ
ধন্য করেন স্বগৌরবে, কুলপ্রদীপ হন তাঁরা ॥

বাতাস এবং মনের গতি নিরোধ করা সুদুষ্কর,
অভ্যাস ও বৈরাগ্য-বলে মনকে আনো মুঠির তলে,
প্রমাথি-ইন্দ্রিয়গণে দমন কর' শক্তিধর ॥

জগৎপিতার কৃপা পাবার যোগ্যপাত্র হও গো আগে,
যদিও সর্বত্র রহেন, মলিন মনের গোচর নহেন,
তাঁর লাগিয়া প্রাণে যেন আকুলি-বিকুলি জাগে ॥

একত্ব প্রত্যয় সমতা স্থৈর্য সত্য ব্যবহার
অহিংসা অদম্ভ শীলে আচরিলে ব্রহ্ম মিলে,
উঠ ব্রহ্মভূমি 'পরে, তিনিই মনঃসংস্কার ॥

নির্জনে নিঃশঙ্ক দেশে সংযমি' ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া
প্রশান্ত একান্ত মনে বসেন যোগী সিদ্ধাসনে
কুশ-মৃগাদির চর্ম 'পরে বস্ত্রখণ্ড বিছাইয়া ॥

কহেন প্রিয় সত্য কথা পরিণামে হিতকরী,
মানস-তপে হন প্রসন্ন, ক্রূরতাকাপট্যশূন্য,
ভাবের সংশুদ্ধি লভেন জীবন-ভোর মনন করি' ॥

আয়ু-সত্ত্ব-বল-আরোগ্য-প্রীতিজনক লঘু আহার
গ্রহণ করি রন মিতাশন, হৃদ্য-রস্য স্নিগ্ধ ভোজন,
সাত্ত্বিক ভক্তদের প্রিয় দেহে রহে সারাংশ যার ॥

শারীর তপে দেবতা-দ্বিজ-গুরু সেবাপরায়ণ,
আহার্য-সঙ্কোচ ব্যতীত মন যে থাকে অশোধিত,
অনুদ্বেগ-কর বাক্যে বিশুদ্ধ হোক হৃদয়-মন ॥

জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোকের নিদান যে অজ্ঞান,
তাহারি উচ্ছেদ-সাধনে সংসার-বিরাগী জনে
বিংশতি-জ্ঞান-লক্ষণেই করেন বিঘ্ন অবসান ॥

জীবাত্মাই তো পরমাত্মা—শ্রুতির সিদ্ধান্ত এই,
সর্বজীবের আত্মা তিনি ভক্তেরা তাঁয় লন গো চিনি',
'ক্ষেত্রজ্ঞ' নাম ধরিয়া বসতি তাঁর এই দেহেই ॥

মর্ত্যভূমির দুঃখ থেকে ভজন-বলেই পাবে ত্রাণ,
ভক্তি আধার, জ্ঞান আধেয়, মুক্তিপথের শেষ পাথেয়,
মূর্তি ধ'রেই দেন গো দেখা পান দেখিতে ভাগ্যবান্ ॥

ভালু হ'লেই বাসেন ভাল, ভক্ত সাথে কহেন কথা,
কর্মফলেই জন্ম হয়, অনুতাপেই পাপের ক্ষয়,
ডাকলে তাঁরে করেন দয়া, হয় না ইহার অন্যথা ॥

অরূপ ঠাকুর, কোন্ অপরূপ বর্ণে আঁকি তোমার ছবি,
তোমায় নামের মন্ত্র সাথে না জানি কোন্ সুপ্রভাতে
করবে কৃপা হে দীন-দয়াল, হে সনাতন, কবির কবি ॥

এসেছিলে দ্বাপর-শেষে চাঁদ-ঢাকা এক বাদল রাতে,
উদয় হ'লে কারাগারে পৌঁছিলে কালিন্দী-পারে
মা-যশোদার নীলমণি ধন নন্দরাজার আঙিনাতে ॥

সেদিন তোমায় চিনত না কেউ, গোষ্ঠে যেতে ধেনু নিয়ে,
রাখাল-সখাগণের সাথে নাচিতে পাঁচনি হাতে,
বেরিয়ে যেতে দধি-ভাণ্ডে চুরি ক'রে চুমুক দিয়ে ॥

নাচতে তুমি তা-থৈ-থিয়া থির-বিজুরি পীতাম্বর,
শুনে' তোমার মোহন বাঁশী আকুল যত ব্রজবাসী,
তালে তালে গোক্ষুর ক্ষুরে উড়ত ধূলি পথের 'পর ॥

শরতে ফুটত মল্লিকা নাচিতে রাস-মণ্ডলে,
গোপীরা যমুনাজলে বরণ-মালা ভাসিয়ে দিলে,
হে নটবর রসিক-শেখর, দোদুল হ'ত তোমার গলে ॥

দর্পণে মুখ দেখতে গিয়ে তোমার শ্রীমুখ দেখেন রাই,
বসন-ভ্রমে গোপিকায় জড়াও গায়ে হে শ্যাম রায়,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম লুকিয়ে রেখে হ'লে কানাই ॥

সব সঁপিলেই কৃপা কর ব্রহ্মগোপাল ব্রজেশ্বর,
যে ভাবে যে চায় তোমারে তাহাই তুমি দাও তাহারে
পতি-পুত্র-সখা-রূপে লীলা কর' বংশীধর ॥

অরূপে মন দেওয়া কঠিন, রূপ দিয়ে তাই নারায়ণে
ধ্যান-লগনে পাই অমিয় প্রেমঘন সেই অতীন্দ্রিয়,
পরম বিস্ময়-সাগরে ডুবি পরম দরশনে ॥

তুমিই তো গন্তব্য সবার, হে অচিন্ত্য ভক্তাধীন,
অশব্দ-অস্পর্শ-ব্রহ্ম নির্দোষ সমস্ত কর্ম,
কল্পশেষে এই চরাচর তোমার মাঝেই হয় বিলীন ॥

অবিদ্যা বিনষ্ট হ'লেই ধরা দেবেন সেই অধরা,
নিরুপাধিই হন সোপাধিক, তাঁর মায়াকেই কর প্রতীক,
মায়াও যে তাঁর পূজ্য স্বরূপ স-সীম-ঐশ্বর্য-ভরা ॥

অবিদ্যা বা বিদ্যা বল', উভয়ই ঘোর আঁধারভরা—
(অহংভাবোৎপন্ন কার্য বাসনাটি পরিহার্য,)
এই মায়া-অবিদ্যাটিকে বিদ্যা দিয়ে যায় গো তরা ॥

স্বর্ণপাত্রে আছে ঢাকা সত্য-স্বরূপ হে পূষণ,
পঞ্চ কোশাবৃত এ বাস, ঢাকনি খুলে' হও পরকাশ,
এই অনন্ত বৃত্তের ব্যাস কেমন ক'রে জানবে মন ॥

তপোবনের তিতির পাখী যেমন শোনে বলে তেমন,
বিদ্যা-অবিদ্যার ওপারে তিতীর্ষু মন চায় তোমারে
চাহি তোমার ত্যক্ত প্রসাদ, চাই নে নিতে পরের ধন ॥

সে পূর্ণ সম্পূর্ণভাবে হইলে অনুভব-গোচর
বুঝবে চির-পূর্ণতাকে, কভু না অপূর্ণ থাকে,
সে পূর্ণ অতলস্পর্শ, নিরুপাধিই উপাধি-ধর ॥

নর-তনু ধরি' তিনি আসেন মোদের উদ্ধারিতে,
দিব্য জন্ম, দিব্য কর্ম, অলৌকিক গূঢ় মর্ম,
ধর্ম-সংস্থাপনের তরে, দুষ্কৃত ভার বিনাশিতে ॥

দুষ্ট-জনাকীর্ণ সমাজ হয় গলিত শবের প্রায়,
অধর্মের অভ্যুত্থানে সাধুগণের পরিত্রাণে
ধর্মযুদ্ধ ঘোষিবারে অবতীর্ণ হন ধরায় ॥

আলিঙ্গিয়া আছেন তিনি নিখিল স্থাবর-জঙ্গমে
নানাবর্ণ, নানাকৃতি-বিচিত্রিত পরিস্থিতি,
দৃষ্টি যখন বিশাল হবে দেখবে পুরুষোত্তমে ॥

অনির্বচনীয় তিনি, কে দিবে তাঁর বিশেষণ ?
যোগ-মায়ায় সমাবৃত ব্রহ্ম না হন প্রকাশিত
মোদের কাছে, সেই কৃতার্থ যে কেহ লয় তাঁর শরণ ॥

সর্বভেদশূন্য ব্রহ্ম, সর্ববিধ-গুণাতীত,
গুণেই বস্তু সীমাবদ্ধ র'য় ব'লে ইন্দ্রিয়লব্ধ,
বস্তুমাত্র সাংশ এবং নামে-রূপে বিশেষিত ॥

কি পেয়েছি, পাই নি কিবা ? প্রশ্ন দুটি অন্তুত্তর।
চন্দ্র-রবির গতিমাত্র রচে মোদের অহোরাত্র
বুঝতে নারি অনন্তত্ব, সহস্র যুগ-যুগান্তর ॥

অহং ভাবের বশেই মোরা পুণ্যপাতক নিজের মানি।
বুঝতে নারি আত্মা মুক্ত, অপাপ-বিদ্ধ তাঁর প্রভুত্ব
অজ্ঞানে জ্ঞান সমাচ্ছন্ন সত্যবার্তা নাহি জানি ॥

নিরঞ্জন যে নিজেই প্রভু ধরেন না তাই পুণ্যপাতক ;
তাঁর কাছে কেউ দোষী নহে, আছেন বিকার-বিহীন হয়ে,
নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্ত—কহেন তাঁরে মহাসাধক ॥

কর্মকর্তা, কার্যস্রষ্টা নহেন সর্বাত্মভূপ্রভু ;
যোগ না করেন কর্মফলে, কর্ম ঘটে স্বভাব-বলে,
অগম্য মাহাত্ম্য তাঁহার বুঝতে পারা যায় কি কভু ?

দ্যুলোক ভূলোক ভূবর্লোকে শুদ্ধ বিরাট বৃক্ষ সম
স্বয়ং-প্রকাশ, জানিলে তাঁয় জন্মমৃত্যু ভেদ ঘুচে যায়,
মূঢ় জনের সুদূর তিনি, জ্ঞানিগণের নিকটতম ॥

আত্মা যে সত্যেরই সত্য—যায় না জানা প্রশ্ন করে'।
সাকার এবং নিরাকার, এই দ্বিবিধ মূর্তি তাঁহার,
অব্যক্তই ব্যক্তরূপে বিরাজিত সর্বান্তরে ॥

সমুদ্রে সন্ধ্যার ধ্যানীরা সেই পুরুষে পূজেন প্রথম।
মন্ত্র-অর্থ-দ্রষ্টা তাঁরা দেখেন চিরন্তনী ধারা—
আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূ-ভুর্বস্বরোম্॥

শোন' শোন' বিশ্ববাসী ঝঙ্কারিছে বিরাট বীণ্।
ভো অমৃতের পুত্রগণ, শোন' তিনি পূর্ণ র'ন,
সূর্য-চন্দ্র মহাপ্রদীপ তাঁরেই করে প্রদক্ষিণ॥

সুরধুনীর ধারার তুল্য বয় যেন গো প্রেম-আরতি।
ধৌত ক'রে দিক এ-হিয়া মোহ-কাজল প্রক্ষালিয়া
ব্রহ্মবিদ্যা-তৃষ্ণা মিটায় ব্রহ্মাবর্তে সরস্বতী॥

মধুব্রহ্ম-নির্গলিত সেই জ্যোতিরই প্রতিচ্ছবি,
দেখেন তাঁরা তীর্থরাজে ঐ আদিত্য-হৃদয় মাঝে,—
লভিয়াছেন যাজ্ঞবল্ক্য জনক রাজার ব্রহ্ম-গবী॥

মিথিলা-রাজধানী তাঁহার হইত যদি প্রদীপ্ত,
রইত চিত নির্বিকার নির্মম নিরহংকার,
ব্রহ্মবিৎ হইবে যখন রইবে না আর আমিত্ব॥

রূপে রূপে বিভাবিত উপাসনা করেন তাঁরি,
ভক্ত করেন ব্রহ্মে নিবাস হৃদয়দেশে তাঁরি বিলাস
সপ্তঋষির জ্যোতির্ধ্যানে মন্ত্র রচেন তৎ উচ্চারি'॥

যে রূপে যাঁর ধ্যান-ধারণা ভাসে সেরূপ চক্ষে তাঁর,
অর্ঘ্য যেথাই নিবেদিবে একেই গিয়া পঁহুছিবে,
ইন্দ্র-আদি-সর্বরূপী তাঁরেই করি নমস্কার ॥

তাঁরে ভুলে' যে অজ্ঞানী অপর দেবে ভক্তিমান্‌,
পায় যদিও যজ্ঞের ফল, যজ্ঞস্বামী তিনিই কেবল,
তাঁর সেবকেই অনন্তফল লভেন সে ব্রহ্মনির্বাণ ॥

কর্মের নিয়মেই মোরা পাই গো দণ্ড-পুরস্কার,
আগুনে হাত দিলেই দহে, কারণটি কার্যেতেই রহে,
প্রকৃতির সে নিয়ম-মালা—নিয়মভঙ্গে শাস্তি তাহার ॥

সাধ্য সাধক এক যদি হন কেবা কারে দেখে শোনে ?
বাক্য-মনে ধরবে যাহা জেনো তিনি নহেন তাহা,
জেনো ব্রহ্ম-বহিঃস্থিত কিছুই নাহি ত্রিভুবনে ॥

আত্মার নাই রূপান্তর তো, জড়েরই হয় রূপ-ধারণ,
নূতন জড় হয় না সৃষ্ট, জড়েই আত্মা হন প্রবিষ্ট,
চৈতন্যই দৃক্-শক্তি, চক্ষু দ্রষ্টা, দৃশ্য হন ॥

জ্ঞানই জ্ঞাতা জ্ঞেয় ব্রহ্ম, জ্ঞানেই মোক্ষ চরম গতি,
জ্ঞানই ধ্যেয়, জ্ঞানই শান্তি, দেয় আনন্দ, নাশে ভ্রান্তি,
পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থাতেই দুঃখ হতে অব্যাহতি ॥

জানিবে জীব কোন মতেই কোন কর্মের কর্তা নয়,
প্রকৃতিকেই সাঙ্খ্য জ্ঞানী গেছেন কর্ম-কর্ত্রী মানি',
জ্ঞানেই ঘুচায় দুঃখবেদন, কর্মেই চাঞ্চল্য ভয় ॥

দেহ-মন-স্বভাব-কর্ম এবং জীবের অহমিকা
ঈশ্বরে অর্পিলেই মুক্তি—এ সিদ্ধান্তে এই সুযুক্তি
পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত, হোক্ পূজা নিশ্চয়াত্মিকা ॥

বিরোধী গুণ যত আছে সুশোভন হয় সেই একেই,
সকল দ্বন্দ্ব-দ্বৈতাদ্বৈত তাঁহাতে হয় সমন্বিত,
তাঁরেই সর্বগত জেনো, তিনি ছাড়া কিছুই নেই ॥

নাইক তাঁহার দ্বেষ্য, প্রিয়, সকাম বা নিষ্কাম সাধনায়
বঞ্চিত কেউ রয় না ফলে, আসক্তি হোক সেই 'কেবলে,'
সর্বজীবের আত্মা তিনি, যে পূজে সেই তাঁহারে পায় ॥

বিধূত-পাপ হ'লে মানুষ জ্ঞান ও কর্ম-সাধনফলে
হয় সে ব্রাহ্মী স্থিতির যোগ্য, চিত্তশুদ্ধি কর যজ্ঞ,
বহু জন্মে শুদ্ধি প্রাপ্য তাঁর কৃপা বোধ-গম্য হ'লে ॥

আপনাকে অবসন্ন ভাবছ কেন বারে বারে ?
মনটিকে একাগ্র ক'রে চিন্তিবে পরমেশ্বরে,
ফিরিয়ে দু' চোখ ভিতর পানে স্বপ্নে গাঁথো জ্যোতির হারে ॥

হৃৎকমলে ধ্যানী মনের চিরস্থিতির নাম ধারণা,
কামেরই নিঃশেষ বিনাশে অমল মনেই ব্রহ্ম ভাসে,
অটল হউক পূজার বেদী, আমি-হারা আরাধনা ॥

দেহেন্দ্রিয়-সংযমে হয় চিত্তের একাগ্রীকরণ,
আত্মা দ্বারা সে আত্মারে যোগীই উপলব্ধি করে,
ধৃতিই চিত্ত স্থিরীকরণ, গ্রহণ কর বীরাসন ॥

বর্জনীয় বিষয়-লিপ্সা, যশঃ-পাণ্ডিত্যাভিমান,
দেহী বহু হ'লেও একই আত্মার অংশ, পৃথক দেখি
মায়ার বশে অংশী অংশ, পরিহর' অহংজ্ঞান ॥

হংস যেমন জলে থেকেও না হয় জলসিক্ত সে,
তেমনি বিষয়-মাঝারে ডুবে থেকেও'এ সংসারে,
দেখে মায়া মিথ্যা স্বপ্ন সব পাইয়াও রিক্ত সে ॥

জ্ঞান-ভকতি-কর্মধারা-যুক্তবেণী ত্রি-স্রোতা,
মুক্ত হবে পুরোভাগে ব্রহ্ম-নিরবাণ প্রয়াগে,
তার সনে একাত্ম হ'লে রইবে না বিচ্ছেদ-ব্যথা ॥

রজোগুণের চঞ্চলতা, তমোগুণের তন্দ্রা-আদি
হবে যখন তিরোহিত, একান্ত হইবে চিত,
নিজের পৃথক্ সত্তাবোধটি লুপ্ত করবে ধ্যান-সমাধি ॥

নদী যেমন সিন্ধু সাথে মিশে গিয়ে নাম হারায়,
'আমি আছি' ভাবে না আর, ভেদ-জ্ঞানটি থাকে না তার,
যার প্রাণে আকূতি জাগে সেই করুণা-দৃষ্টি পায় ॥

তন্ময়তাই পরাপূজা সর্বদা সব অবস্থায়,
প্রেম-ভকতি-পূর্ণ মন সমর্পিয়া লও শরণ,
সার করো তাঁর চরণ-ধুলা, চন্দনে না মিলবে তাঁয় ॥

তৃপ্ত হউক নির্জ্ঞান মন তাঁহারি বিজ্ঞান-প্রভাবে,
ভক্ত তাঁহার স্বরূপ চেনে পূজা করে তাঁরে জেনে',
জ্ঞান-রূপেই মূর্ত তিনি, ধ্যানের ফলেই শান্তি পাবে ॥

বহির্বিচরণ-প্রিয় মন সংযত হইবে স্বতঃ
যখন তোমার মন-বধূটি পূজবে স্বামীর চরণ দুটি,
প্রণয় যবে গভীর হবে ছুটবে না আর ইতস্ততঃ ॥

তরল চিত তরঙ্গিত হ'লেই চিন্তা শান্তিনাশা,
স্বকর্মে স্বধর্মে যবে মন তব আনন্দী রবে
মন্দিরে প্রবেশি' তখন মহাপ্রসাদ করো আশা ॥

একনিষ্ঠ হওয়াই যোগীর বিশিষ্ট কর্ম-কৌশল,
চিত্ত তাঁহার অকুতোভয়, সংসারে না আসক্ত রয়,—
লন শ্রীহরি ভক্তিদত্ত পত্র, পুষ্প, ফল ও জল ॥

অনুস্যূত বিশ্বে তিনি অনুস্মরণ অভ্যাসে,
কর্মে সিদ্ধি মিলিয়ে দিবে, অ-কল্পিতেও প্রকাশিবে,
সারা-জীবন যুক্ত থাক, পড়বে মনে শেষ শ্বাসে ॥

অধ্যবসায়-বলেই হবে তাঁর পদে মন স্থিরীকৃত,
বহু বহু জন্মের পর অভ্যাসে হন মনের গোচর ,
অভ্যাসেও অক্ষম হ'লে নৈষ্কর্ম্যেই কর প্রীত ॥

প্রয়াণ-কালে জ্ঞেয় তিনি সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে,
এই ধন-জন-সঙ্গপ্রীতি যাক্ ভুলিয়া আমার স্মৃতি,
মন যেন রয় অনাসক্ত ইহ-জীবন-সায়াহ্নে ॥

মন প'ড়ে থাক্ তাঁর চরণে তিনি পরম-করুণাময়,
শান্তি যাঁহার বাঞ্ছনীয় ভোগ্য তাঁহার বর্জনীয়,
জ্ঞান ব্যতীত কোন পথেই বন্ধন-ক্ষয় হবার নয় ॥

অন্তকালে যে ভাব স্মরি' ত্যজি মোরা কলেবর,
পাব সে ভাব জন্মান্তরে, দেখতে পাব পরাবরে,
ভুল ক'রো না সারাজীবন, স্মর' তাঁরে নিরন্তর ॥

সবিতৃ-মণ্ডল-মাঝারে ব্রহ্মা সে হিরণ্যগর্ভ,
দেবতাদের অধিপতি বিধান করুন শুক্লা-গতি—
আমার মানস-পুঁথির পাতে হোক লিখিত শান্তিপর্ব ॥

তাঁর শ্রীধামে প্রবেশিলে হয় না পুনঃ-আবর্তন,
এই প্রকৃতির পরের স্তরে উঠব বল কেমন ক'রে ?
পাই কেমনে যে পদ লভেন কর্মবন্ধ-মুক্তজন ?

কর্মের ফল নারায়ণে অর্পিত না হয় যখন,
সেই কর্মের ফল সহিতে পুনর্জন্ম হয় মহীতে,
কেবল কৃষ্ণ-প্রণামীরাই এড়ায়ে যান জীবন-মরণ ॥

তুমি তো তাঁর কর্মচারী, সর্বফলাসক্তি ত্যজ',
এইভাবে যে কর্ম কৃত নৈষ্কর্ম্যই বিবেচিত,
ঈশ্বরে অর্পিয়া কর্ম নিষ্কাম হয়ে তাঁরেই ভজ' ॥

কর্ম ক'রেও না-করা হয় ব্রহ্মে সমর্পিলে ফল,
কর্মে যিনি ব্রহ্মদর্শী তাঁরেই কহি পরমর্ষি,
ব্রহ্ম হবিঃ স্রুক্-স্রুবাদি, ব্রহ্মই তাঁর হোম-অনল ॥

আত্মতঃ অভিন্ন জেনো শ্রীভগবান্ ও তাঁর ভক্ত,
সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, সর্বপ্রাণীর এক প্রণম্য,
কোন কোন ধ্যানীর নিকট হন কদাচিৎ অভিব্যক্ত ॥

তিনিই যোগী স্থূল-প্রপঞ্চে দেখেন যিনি সর্বময়ে,
প্রপঞ্চকেও তাঁর মাঝারে দেখতে পেয়ে ভজেন তাঁরে,
ব্রহ্ম তাঁহার অদৃশ্য নন, রহেন ব্রহ্ম-দৃষ্ট হয়ে ॥

যোগীর মনঃস্পৃষ্ট হ'লেই সুখ-দুখ হয় নির্বাসিত,
ব্রহ্মপুরীর প্রতিহারী গায়ত্রী হন সহায় তাঁরই,
চিন্তাশূন্য মনটি তাঁহার রহে সমাধি-মূর্ছিত ॥

বিদ্যুৎ-ত্রিশূলাঘাতেও হয় না ধ্যানীর ধ্যান-ভঙ্গ,
আত্মাতে প্রেম, আত্মাতে সুখ, দেখেন জ্যোতি বিশ্বতোমুখ,
ভক্তিরসের দিব্য ভোগে লুপ্ত বাহ্যস্পর্শসঙ্গ ॥

কেবল সূক্ষ্মবুদ্ধিগম্য সেই আনন্দ রমণীয়,
ছায়ামূর্তি চিত্রভাবে প্রতীক পূজায় তাঁরেই পাবে,
সুদুর্লভ সে অখণ্ড সুখ ভুঞ্জে না বহিরিন্দ্রিয় ॥

সমাধিতে ব্রহ্মসাথে এক হয়ে যান যোগীজনে,
ব্রহ্মমুখী চিন্তা তাঁহার, ইন্দ্রিয়েরা হয় নিরাহার,
নিদ্রাসম ধ্যান ভাঙিলেই আমি আছি পড়ে মনে ॥

না থাকে বোদ্ধব্য তাঁহার হন যিনি অ-সম্প্রজ্ঞাত-
সমাধিমান্, না রয় দৃশ্য, শ্রব্য রস্য ঘ্রেয় স্পৃশ্য,
না রহে তার অপর বেদ্য, রয় বাহিরেই বহির্জাত ॥

এই আমি কি ঘুমায় নাকো ? ঘুমের ঘোরে দুঃখে সুখে
কাঁদে হাসে কথা বলে, শয্যা ছেড়ে পথে চলে,
স্বপ্নে শোনে নীরব ধ্বনি কে ঘুম পাড়ায় জাগরূকে ?

ঘুমিয়ে যখন স্বপ্ন দেখি, সেই সময়ে দ্রষ্টা কে ?
ঘুমন্তে যা সত্য মানি জাগ্‌বা মাত্র মিথ্যা জানি,
স্বপ্ন সাথে জাগরণের কেন স্মৃতির যোগ থাকে ?

শৈশব-যৌবনের আমি, জরার আমি পৃথক নহে,
এই শরীরের বৃদ্ধিক্ষয়ে থাকেন যিনি আমি হয়ে,
সেই অপরিবর্তনীয়, 'আমি'টিকেই আত্মা কহে ॥

পৃথক দেহে দেহী হয়েও আত্মা অবিভক্ত র'ন,
সুখীর সনে সুখী যখন, দুঃখী সাথে দুঃখী তখন,
তাঁহার লীলা তাঁরেই সাজে এক সময়েই হাসি-কাঁদন

এসেছি যাঁর নিকট হতে, যাঁর মাঝে বসতি করি,
মনোবুদ্ধি সংযমিয়ো, তাঁরেই কর্ম সমর্পিয়ো,
কর্মফলত্যাগী জনেই মৃত্যু-সাগর যান উত্তরি' ॥

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে হন যে সাধক অবগত,
অহঙ্কারের বীজ বিনাশি' সঞ্চিত সব কর্মরাশি,
লভিয়া যান—সমত্ব-জ্ঞান দেয় জানায়ে সে শাশ্বত ॥

জগৎ পুনঃ সৃষ্ট হ'লেও হয় না তাঁহার জন্ম আর,
নষ্ট না হন জগৎ-নাশে, অন্তরে সেই জ্ঞান বিকাশে,
লভেন পরম সে বাস্তবে উদয়-অস্ত নাইক যাঁর ॥

কে দেখায়ে দেবে সুপথ জন্ম-মরণ-ভয়-নাশন ?
হইবে পাপপুণ্যক্ষয়, ছিন্ন সমস্ত সংশয়,
অক্ষর ইন্দ্রিয়াতীত পরম ব্রহ্মে মজবে মন ॥

অবিদ্যা-আবৃত চক্ষু মলিন দেখে আকাশতল,
দেহের বদল ভিন্ন তাহার অন্ধতা-দোষ ঘোচে না আর,
না পারে কেউ এড়িয়ে যেতে ফলতে শুরু যে কর্মফল ॥

ভোগ ব্যতীত কর্মফলের ক্ষয় নাহি হয়—ভোগের দ্বারা
দুঃখ-সুখের অন্ত হ'লে মুক্তি মেলে, গ্রন্থি খোলে,
তাঁহার চিন্তা বহুক যেন অবিচ্ছিন্ন তৈলধারা ॥

সংযমী যে দিবালোকে জাগ্রত রন, কামী জন
তারেই দেখে নিশার সম, চোখ ঢাকে তার বিষয়-তম,
দিবা-অন্ধ পেচক তুল্য আলোক না সয় তাহার লোচন ॥

বারিধারার আপূর্যমাণ সাগর অস্থির রহে,
দেখো যেন কামের ধারা মনঃসাগর না দেয় নাড়া,
ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্ত জন না লভে সেই চিন্ময়ে ॥

দিব্যানন্দে ক্ষুদ্রানন্দ ডুবিয়া যায় জিতাত্মার,
বুঝতে পারেন যোগী যিনি জীবের দেহে আছেন তিনি,
দেহে থেকেও আকাশ সম নিঃসঙ্গ-নির্বিকার ॥

যে শাশ্বত সত্তাবলে ক্ষর-জগৎ বিধৃত,
পায় যদি জীব সে অক্ষরে, দুঃখ না সয় জন্মান্তরে,
ভক্তিযোগেই যায় পাওয়া সেই আদি কর্তা বিশ্বাতীত ॥

কেউ তাঁরে পান কর্মযোগে, কেউ বা ব্রহ্মে লভেন জ্ঞানে,
একই আত্মা জানেন সবাই, এক বিনা তো আর কিছু নাই,
জ্ঞান-জ্যোতিতে দেদীপ্যমান একাগ্র রন আত্ম স্থানে ॥

গুণ ও অপগুণের উৎস মহা-আমি বিশ্বপতি,
কি অদ্ভুত তাঁর বিভূতি, শেষ নাহি তাঁর কহেন শ্রুতি,
তিনিই পঞ্চ প্রাণের ক্রিয়া, দেহের রথে তিনিই রথী ॥

আত্মা জেনো দেহে থেকেও নাইক তাঁহার কোন কর্ম,
লিপ্ত না হ'ন কর্মফলে, পৃথক পৃথক ভূত-সকলে
প্রকাশ করেন দেহীর মাঝে, দৃশ্য মায়া, দ্রষ্টা ব্রহ্ম ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

কুরুশ্রেষ্ঠ করলে আমার দুর্লভ রূপ দরশন,
যে রূপ দেখে আমার ভক্ত সংসারে রন অনাসক্ত,
নিঃস্পৃহ নির্মাণ-মোহ আমার ধ্যানেই রন মগন ॥

যা কিছু সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ তাঁদের মাঝেই বিভূতি মোর,
নারীর মধ্যে ক্ষমা ধৃতি, কীর্তি শ্রীবাক্ মেধা স্মৃতি,
যজ্ঞশ্রেষ্ঠ জপও আমি জলাশয়ের শ্রেষ্ঠ সাগর ॥

দ্বিবিধা প্রকৃতি আমার, পরা সে চেতনাময়,
নিকৃষ্ট অপরা জড়া জগৎ দুই প্রকৃতি গড়া,
আমাতে উৎপন্ন তারা, আমার মাঝেই তাদের লয় ॥

আমারি একাংশ জগৎ, অপর অংশ ব্যক্ত নয়,
যাহা কিছু বল-সমৃদ্ধ আমারি প্রভাবে সিদ্ধ,
যেথানে ঐশ্বর্য দেখ মোরেই দেখ ধনঞ্জয় ॥

গিরির মাঝে মেরু আমি, স্থাবরগণে হিমালয়,
পাবন-কারি-গণে পবন, কালরূপেই করি গণন,
বসুগণে বহ্নি আমি, জেতৃগণে আমিই জয় ॥

সর্বভূতের মনোমাঝে চেতনাটি শক্তি আমার,
জীবের আদি-মধ্য-অন্ত, আমি ঋতুরাজ বসন্ত,
ভূতগণের বীজ ও জীবন আমি ভিন্ন নাই কিছু আর ॥

ওষধিতে বনস্পতি, পুণ্য গন্ধ বসুধায়,
তাপসগণে আমিই যে তপ, বেদে আমি আদিম প্রণব,
আকাশেতে আমিই শব্দ, ধারণ করি সমুদায় ॥

কপটীদের আমিই দ্যূত, দণ্ডদাতার মধ্যে যম,
আমিই মৃত্যু সর্বহরণ, ভূত-ভবিষ্যতের কারণ,
অপ্রকাশে মৌন আমি, বিধান মম পরমতম ॥

যে তেজ সূর্যে হুতাশনে, যে কৌমুদী সুধাকরে,
পায় তারা মোর প্রতাপ-পরশ, জলে আমি মাধুর্যরস,
মনুষ্যে পৌরুষ স্বরূপে ব্যাপ্ত আমি চরাচরে ॥

পক্ষী মাঝে বৈনতেয়, মৎস্য মাঝে আমি মকর,
জেনো পশুগণের মাঝে মোর বিভূতি পশুরাজে,
নরগণের মধ্যে রাজা, তোমার মাঝেও বিভূতি মোর ॥

দ্বাদশ আদিত্য-সভায় মোর বিভূতি বিষ্ণুপ্রায়,
বিশ্বদীপন জ্যোতিঃস্তরে আমার অংশু গ্রহেশ্বরে,
মরুদ্‌গণে মরীচিতে তারার হারে চন্দ্রমায় ॥

বেদের মাঝে সামবেদও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সমজ্ঞান,
বাসব আমি দেবের দলে, ইন্দ্রিয়ে মন মোরেই বলে,
রুদ্রগণে শঙ্করবৎ পাণ্ডবে অর্জুনের সমান ॥

মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু, নারদ আমি দেবর্ষিতে,
পাদপগণে আমি অশ্বত্থ, আমিই কুবের ও চিত্ররথ,
সিদ্ধ মাঝে কপিল মুনি, প্রহ্লাদ আমি হই গো দৈত্যে ॥

ধেনুর মধ্যে কামধেনু, সৃজন হেতু সে কন্দর্প,
নাগগণে অনন্তবৎ, গজযূথেও ঐরাবৎ
উচ্চৈঃশ্রবা তুরগগণে, আমিই তো বাসুকীসর্প ॥

আমি গঙ্গা ও গায়ত্রী, আমি স্কন্দ, আমিই রাম,
আমি অ-কার, দ্বন্দ্ব, সমাস, বৃহস্পতি শুক্র ও ব্যাস,
বৃষ্ণিকুলোদ্ভব বাসুদেব, সপ্তসামে বৃহৎ সাম ॥

অনন্ত বিভূতি মম, আমি যে কি আমিই জানি,
সর্বকর্ম অর্প' মোরে কহি তোমায় সত্য ক'রে,
পাবে তুমি আমারি ভাব যুক্ত যদি কর পাণি ॥

অতীত বর্তমান আমি অনাগত ভবিষ্যৎ,
আমায় যখন যায় গো জানা, কিছুই নাহি রয় অজানা,
আমিই বোধী, আমিই বোধ্য, আমিই স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ॥

আমায় যে জন কর্ম সঁপে রবে না তার শুভাশুভ,
মুক্ত হবে পাবে সে ত্রাণ, আমি সর্বভূতে সমান,
না ভুলিও পরম এ জ্ঞান, দিক্‌হারাদের আমিই ধ্রুব ॥

শুভাশুভ-পরিত্যাগী হর্ষ-বিষাদ-শূন্য হও,
শ্রুতি-স্মৃতি-লোকাচারে নানা ধর্ম নানাকারে,
সকল ছেড়ে ভজ' মোরে, মোর সাথে সংযুক্ত রও ॥

আমাতে রাখিলে চিত্ত পাবে আমার অনুগ্রহ,
এড়াবে সংকট সমস্ত আমাতে কর্ম সংন্যস্ত
কর পার্থ, জেনো তুমি কোনো কাজের কর্তা নহ ॥

আমাতে মন রাখ সদাই, আমার তরেই যজ্ঞ কর,
আপনাকে আমার সনে যুক্ত কর মনে মনে,
পাবে তুমি পাবেই মোরে, একান্তে আমাকে স্মর ॥

গুণময়ী আমার মায়া, মায়াতে আচ্ছন্ন প্রাণী,
এই চরাচর নাট্যশালে যবনিকার অন্তরালে
লুকিয়ে রাখে স্বরূপ আমার সেই কুহকী নটরাণী ॥

হও মমত্বশূন্য সবে, ফলে স্পৃহা কর জয়,
অহংবোধেই বেঁধে নরে অজ্ঞানতায় অন্ধ করে,
গুণের ফাঁসে বিবেক নাশে অহং-মদের হয় উদয় ॥

যে সব ভক্ত পুণ্যকর্মা দ্বন্দ্ব-মোহ-বিনির্মুক্ত,
সর্বথা শরণাগত, একনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত,
প্রয়াণকালে তাঁহাদিগে করি আত্মজ্ঞানযুক্ত ॥

অমূর্ত অব্যক্ত আমি, সকল ভাবই মোর মাঝারে,
আমি কিন্তু নাই সে সবে, কে ভূতভৃৎ বুঝতে হবে,
আমিই বিশ্বমহেশ্বর, ভক্তজনেই পায় আমারে ॥

অব্যক্ত হ'লেও ব্যক্ত মূর্তি আমার এই চরাচর,
মানব-দেহধারী মোরে মূঢ়রা অবজ্ঞা করে,
না জানে মোর অব্যয়ত্ব, আমিই তো ভূত-মহেশ্বর

অহংকারে মত্ত ব'লে প্রাণী আমায় জানতে নারে,
আমি সাক্ষী পালন-কর্তা, আমি তো সর্বনিয়ন্তা,
একমাত্র কাম্য আমি, ত্যজ' অপর কামনারে ॥

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য মম জানতে পারেন শ্রদ্ধাবান্,
প্রাপ্য যে ফল যজ্ঞদানে, বেদ-তপস্য.-অনুষ্ঠানে
তিনিই সে ফল অতিক্রমি' লভেন পরম আত্মস্থান ॥

আমি তো এক আত্মা স্বয়ং, আমার তো আর আত্মা নাই,
আমিই সর্বভূতের ধারক, জনক, পালক ও সংহারক,
অপরা মোর প্রকৃতিতে যুগান্তে লীন হয় সবাই ॥

গুণেই নিজকার্য করে মোহে কেন বিচলিত ?
দুঃখে সুখে সমতাবান্ প্রিয়ে বা অপ্রিয়ে সমান
সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী ভক্তজনেই গুণাতীত ॥

যোগীগণের মাঝে যিনি মদ্‌গতপ্রাণ শ্রদ্ধাবান্,
তিনিই জেনো মুক্ততম, অভিমত এই তো মম,
জ্ঞানের চেয়ে নাই পবিত্র, জ্ঞানেই কর্ম অবসান ॥

জ্ঞানীগণই কর্মসাক্ষী, গুণের পারে পায় আমায়,
তাহারা আর না জন্মিবে, প্রলয়েও না ব্যথা দিবে,
সর্বভূতে দেখবে সম জ্ঞান-নয়নের সেই দেখায় ॥

সেই দেখা তো সত্য দেখা, বিনাশ্য পদার্থে যবে
দেখবে তুমি নশ্বরতা আর পরিবর্তনশীলতা,
জানবে আত্মার স্বরূপতা, জন্ম-মৃত্যু-রহিত হবে ॥

স্বয়ং আমি কহিতেছি, কেবল আমার ভক্ত রও,
হও গো পার্থ নিস্ত্রৈগুণ্য, হও গো অপর কাম্যশূন্য
মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু আমার বিচারপ্রার্থী হও ॥

বহু বহু জন্ম অন্তে লভেন মোরে জ্ঞানবান্,
অখিল রসোত্তীর্ণ মূর্তি আমাতে এই জগৎস্ফূর্তি,
যা কিছু অ-প্রকাশিত, যাহা কিছু প্রকাশমান ॥

ভক্তিযোগেই হয় গো সাধু, হউক্ না সে সু-দুরাচার,
প্রণষ্ট না হয় সে জেনো, দণ্ডে অনুগ্রহ যেনো,
পূর্বকৃত কর্মসাথে ফলের বাঁধন রহে না তার ॥

চতুর্বিধ ভক্ত আছে, যে কোনরূপ ভক্ত হও,
কিছুই তাহে না যায় আসে, পৌঁছে সবাই আমার পাশে,
আত্মসমর্পণ ব্যতীত পৌঁছিতে সমর্থ নও ॥

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ছাড়, শাস্ত্রাশাস্ত্র তন্ত্রমন্ত্র,
আদি আবরণেরই মাঝ, এ আস্তরণ খুলিলে আজ ,
তুমিত্ব না রবে তোমার—তুমি তো মোর হাতের যন্ত্র ॥

তোমায় যাজন অন্যে বোঝে, সে তো আমার শক্তিবলে,
আমার চেতনা সর্বত্র, তরুলতায় যোগায় পত্র,
বীজকে করে অঙ্কুরিত, সাজায় তারে পুষ্পফলে ॥

সর্বভূতস্থ আমাকে ভজেন যিনি অভেদ-ভাবে,
তিনি ভূত-গণের সনে সংস্রব রাখিলেও মনে
অনাসক্তি যোগের ফলে ধন্য পরা-শান্তিলাভে ॥

দুঃখ যতই হোক্ না গুরু, না হইও বিচলিত,
দুঃখ আসে বাহির হতে, যোগীর মনে কোনমতে
দেয় না পরশ, না হন তিনি গুণকর্ম-বশীকৃত ॥

হও তুমি আমারি কর্মী, মদ্‌যাজী মৎপরায়ণ,
আমার প্রীতির পাত্র হবে, সন্দেহ লেশ নাহি রবে,
আমার ভক্তগণের বিপৎ নাশে আমার 'সুদর্শন' ॥

ভক্তিযুক্ত জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আমার বিশেষ প্রিয়জন,
অনুরক্ত সুকৃতী যে আমার স্বরূপ আমিই নিজে,
দেখাই তাকে, ফলের সহ কর কর্মসমর্পণ ॥

অপর সাধন পরিহরি' কেবল আমার লও শরণ,
অনন্যভাবে যে মোরে নিত্য ভজন-পূজন করে
বাঞ্ছিত সব যোগাই তারে, রক্ষি' তাহার প্রাপ্ত ধন ॥

যার যা ধ্যেয় সেইরূপে হই তাহার নয়ন-পথগামী,
নির্ভরে যে আমার 'পরে করুণা মোর তার উপরে,
এ মৃত্যু-সংসার-সাগরে সবার সমুদ্ধর্তা আমি ॥

সবার তরেই ভাবি আমি, আছি বাহু প্রসারিয়া,
অতিক্রমি' পুণ্যাপুণ্য হও গো বাহ্যচিন্তাশূন্য,
মোর চরণে শরণ লহ জীবন-মরণ পাসরিয়া ॥

মানুষরূপে ডাকলে আমায় বই বোঝা তার দিনযামী,
আছি যখন সামনে তোমার তখন আমি নই নিরাকার,
চাই গো আমি তোমার সেবা, আমার তুমি, তোমার আমি ॥

নানাবিধ ধর্ম-শাসন বর্জিয়া মোর শরণ লও,
বেদোক্ত পুষ্পিত বাকে কেন তোমায় ভুলিয়ে রাখে ?
আমি ছাড়া অপর কাম্যে কেন গো প্রলুব্ধ হও ॥

মৎপ্রসাদেই জ্ঞান লভিবে, করিবে শোক-উত্তরণ,
আমার দানেই তুষ্ট থাক, আমার পানেই দৃষ্টি রাখ,
লভিবে সাধর্ম মম, করব তোমার পাপ হরণ ॥

সর্বভাবে আমায় স্মরি' যুদ্ধ কর সব সময়,
সকল কর্ম মোর উপরে ভার দিয়ে যে ডাকে মোরে,
শুভাশুভ ফল হতে সে বিমুক্ত হয় অসংশয় ॥

বুদ্ধি যাহার অনাসক্ত, 'আমি কর্তা' নাহি বলে,
সে যদি জীব হত্যা করে নিখিল-কল্যাণের তরে,
সে কর্মে সে বদ্ধ না হয় হত্যার স্বায্যতা-ফলে ॥

হোক তপস্বী যজ্ঞ-রত কিংবা শাস্ত্র-অর্থবিৎ,
আমাতে বিন্দু সন্দেহ রইলে মুক্ত না হন কেহ,
শ্রদ্ধাবান্‌ই শ্রেষ্ঠ যোগী, তিনিই পুনর্জন্ম-জিৎ ॥

আমি তো সেই পরম পুরুষ অচলা ভক্তিতে লভ্য,
স্থাবর ও জঙ্গমের মাঝে মোর বিভূতি নিত্য রাজে,
সুরাসুরেও জানতে নারে, মোর মাঝারেই আছে সর্ব ॥

স্ত্রী, বৈশ্য অথবা শূদ্র, হোক্ না জাত অসংকুলে,
যে কেহ মোর লবে শরণ, অধিক বলার কি প্রয়োজন,
রাজর্ষি ব্রাহ্মণের সাথেই আসিবে মোর চরণ-মূলে ॥

ভক্তিযোগে সেব' মোরে, হও গো তুমি মন্মনা,
আমাগত-চিত্ত যে জন তপস্যা তার নিষ্প্রয়োজন,
গুণত্রয়াতীত হবে কর' আমার অর্চনা ॥

পাতক হতে রক্ষা করে সুখ-সাধ্য ভক্তিপথ,
না হই আমি শব্দে ব্যক্ত, সুপ্রত্যক্ষ করেন ভক্ত,
সৃষ্টির কল্যাণী মূর্তি, এই তো মম শ্রেষ্ঠ মত ॥

আমিই অমৃত ও মৃত্যু, আমিই তো সৎ এবং অসৎ,
আমি পিতামহ ধাতা, আমিই পিতা এবং মাতা
অবিভাজ্য সর্বাত্মক সাধন-পথই মুক্তিপথ ॥

আমিই ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, আমিই মন্ত্র ও ঔষধ,
আমিই আজ্য, অগ্নি, হুত, আমাতে সব অনুস্যূত,
হই অমূর্ত, বহুমূর্তি, যাচ' পার্থ আমার পদ ॥

আমার কৃপা বিনা মায়া এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নাই,
সর্বকালে সঙ্গী রব, বন্ধু হয়ে কথা ক'ব,
আমায় পেলে এই জনমেই ভুলবে তুমি সব বালাই ॥

মহতো মহীয়ান্ আমি, সত্তা আমার লহ মানি',
অজ হ'লেও লই গো জন্ম, অঙ্গে আমার আছেন ব্রহ্ম,
নরদেহী হ'লেও জেনো ব্রহ্মত্বের হয় না হানি ॥

যোগীগণের মধ্যে যিনি মদ্‌গত-প্রাণ শ্রদ্ধাবান্,
তিনিই শ্রেষ্ঠ যুক্ততম, অভিমত এই তো মম,
কর্মী কিংবা জ্ঞানীর চেয়ে তিনিই অধিক কৃপা পা'ন ॥

আমারে আশ্রয় করিয়া সকল কর্ম করেন যিনি,
ভক্তিভাবেই পান আমারে, স্বরূপ মম জানাই তাঁরে,
ত্যাগী হয়ে অভীঃ হয়ে মৎপ্রসাদে তরেন তিনি ॥

প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিতে মোর অমৃত অব্যয় সে ব্রহ্ম,
গুণত্রয়াতীত জনে হন মিলিত আমার সনে,
ঐকান্তিক সুখ আমাতেই, আমিই তো শাশ্বত ধর্ম ॥

সর্বভূতকে আমার মাঝে এবং সর্বভূতেই মোরে
যে দেখে সেই সত্য দেখে, আমার পানে দৃষ্টি রেখে'
সেই আমারে পায় দেখিতে, সংসার-সমুদ্রে তরে ॥

এক হাতে মোর চক্র ঘোরে, অপর হাতে অভয় শঙ্খ,
সর্বভাবে আমায় স্মর', সর্বকর্ম ন্যস্ত কর'
আমার 'পরে, মৎপ্রসাদে হবেই তুমি নিরাতঙ্ক ॥

ভারত-সংস্কৃতির যে এই মহৈশ্বর্যময়ী সত্তা
তত্ত্বতঃ কেউ জানলে পরে আমাতেই সে প্রবেশ করে,
আত্মগুহ্যই জেনো, পার্থ, সর্বশ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা ॥

অর্জুনের প্রণতি

লুটায়ে কায় নমি তোমায়, গুরুর চেয়েও গরীয়ান্,
পিতার মত ক্ষমি মোরে আছ ত্রুটি সহ্য ক'রে,
জানি জানি কেহই নাহি তোমার সম ক্ষমাবান্ ॥

মানুষ-রূপে হেরি তোমায়, পুরুষ তুমি সনাতন,
তোমারি দেব-দেহের মাঝে দেখিনু ব্রহ্মাণ্ড রাজে,
হরি-নাভি-পদ্মনালে ধ্যানস্থ চতুরানন ॥

আছ, হে নাথ, জগৎ ব্যেপে হে সর্বজ্ঞ, সর্বাধার,
অগ্নি, বায়ু, বরুণ যমও তুমিই নিজে নমো নমঃ,
প্রজাপতি, করি তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥

বিশ্বমূর্তি দেখার আগে প্রণয়ভরে পরিহাস
করেছি কৌতুকচ্ছলে 'কৃষ্ণ যাদব-সখা' ব'লে,
ক্ষম' মাধব, মোর অপরাধ ক্ষম' তিরস্কার-আভাস ॥

পিতা যেমন পুত্রে ক্ষমে, সখা যেমন সখায় তার,
প্রিয় ক্ষমে প্রিয়তমায়, তেমনি ক্ষমা কর আমায়,
প্রদর্শিলে ঐশ্বর রূপ করি তোমায় নমস্কার ॥

শিরোধার্য আদেশ তব, হও প্রসন্ন নারায়ণ,
তুমিই বেদ্য, তুমিই বেত্তা, হে সর্বসংশয়চ্ছেত্তা,
এ ব্রহ্মাণ্ড ধ'রে রাখ সূত্রে যেমন মণিগণ ॥

তুমিই পরম পুরুষার্থ, অব্যক্তে বিদ্যমান
মায়াতীত পরব্রহ্ম নহ তুমি প্রমাণ-গম্য,
এই বিশ্বের পরম নিদান—গতি-স্থিতি-লয়-স্থান ॥

এ সংসারের মূল তোমাতেই তাই তো বিনাশ অসম্ভব,
যদিও পরিবর্তনে না যায় চেনা পুরাতনে,
ঝরে এবং জন্মে আবার যেমন অশ্বত্থ-পল্লব ॥

মুক্তগণের জ্ঞেয় তুমি, নহ অণু, নহ স্থূল,
হ্রস্বদীর্ঘ-লোহিত-স্নেহ-ছায়া-তমঃ-বায়ু নহ,
ইঙ্গিতে নির্দেশ্য তুমি, একা তুমি হে অতুল ॥

তুমিই সর্ব জেনে' তোমায় সঁপিনু এই ভক্তি-অর্ঘ্য,
'রাজ-বিদ্যা'ই জানায় তোমায়, অব্যক্তেও ব্যক্ত করায়,
বুদ্ধিকে নির্মল ক'রে যা হই যেন তাই পাবার যোগ্য ॥

না বুঝি আশ্চর্যময়, ঐশ্বর-যোগ চমৎকার,
তোমায় সৃষ্টকালের পাথার প্রলয়ে নাশ হবে তাহার,
অজ্ঞেয় উৎপত্তি তব, লহ, প্রভু, নমস্কার ॥

অ-ক্ষর হ'লেও জীবের ক্ষর দেহে কর অধিষ্ঠান,
ইন্দ্রিয়-মন বুদ্ধি নিয়ে আছ জড়েও প্রবেশিয়ে,
ক্ষরাক্ষরের পরেও তুমি একার্ণবে ভাসমান ॥

অজ হ'লেও নিজ মায়ায় ভাস' চোখে দেহবান্,
শোক-মোহ-মহোদধি মগ্ন হয়ে নিরবধি,
দুঃখ সহে' সর্বজীবে, কর' চরণ-তরী দান ॥

প্রয়াণ-পথে পথিক চলে, নাইকো আলো-আঁধার-জ্ঞান ;
পৃথিবীতে আয়ুষ্কাল কতটুকুন ! কি বিশাল !
কি সুদীর্ঘ কল্পব্যাপী কর্মচক্র ঘূর্ণ্যমাণ ॥

নমি তোমায়, তোমারি নাম-গুণগানে হর্ষোদয়,
তোমার মতেই চলব আমি, হে দেহস্থ অন্তর্যামী,
কৃতাকৃতের সাক্ষী, প্রভু, হে সচ্চিদানন্দময় ॥

সর্বপ্রাণীর হৃদয়বাসী প্রত্যগাত্মা-রূপে ধ্যেয়,
সর্বলোকের মহেশ্বর, সর্বমোহ-পাতক হর
ভৃগু-সনক-মনু-আদি যোগীগণের তুমিই জ্ঞেয় ॥

মোহ আমার হ'ল নষ্ট, সন্দেহ আর নাই আমার,
কৌরবে নিশ্চিহ্ন করে' বুঝব লোকহিতের তরে,
অস্ত্রে অস্ত্র, রক্তে রক্ত, যুদ্ধে মুক্ত স্বর্গদ্বার ॥

বলেছিনু ভ্রান্তিবশেই রণরঙ্গে নাইক মন,
স্বজন বধি' পাপের ভাগী হওয়ার চেয়ে ভিক্ষা মাগি'
খাওয়াই ভাল, চাই নে আমি ত্রৈলোক্যের সিংহাসন ॥

অহিংসারও সীমা আছে, সহিষ্ণুরাই বলীয়ান্,
বারে বারে এ প্রান্তরে যুদ্ধ হবে যুগান্তরে,
বুঝতে কিছু পারি নি তাই ছেড়েছিলাম ধনুর্বাণ ॥

যতদিনই মানুষ রবে, ততদিনই দ্বন্দ্ব-দ্বেষ—
কেউ হানিবে খর কৃপাণ, আর্তে কেহ করিবে ত্রাণ,
চলবে যুদ্ধ দেব-দানবে মহাপ্রলয়ে সবই শেষ ॥

যুক্তি তোমার সুভাষিত, হত ওরা হয়েই আছে,
আমি হন্তা, ওরা হত—এ মোহ মোর অপগত,
এদের সনে কি সম্বন্ধ শিক্ষা পেলাম তোমার কাছে ॥

এ সম্বন্ধ স্থায়ী নহে, স্ব স্ব কর্ম সাঙ্গ হ'লে
না রয় কেহ ইহলোকে, অশ্রু গলে বৃথা শোকে,
জড় দেহে আত্মীয়-বোধ ঘুচল তোমার কৃপাবলে ॥

এই দেহ তো আত্মা নহে, ঘুচে গেছে আমার ভ্রান্তি,
দেহে আত্মা ভাবে যারা শোকে মুহ্যমান তাহারা,
আত্মা সে আশ্চর্য অতি, আত্ম-জ্ঞানেই পরা শান্তি ॥

বিজয়-লাভে সন্দেহ নাই, তুমি যখন মোদের নেতা,
বিপক্ষদের অস্ত্রাঘাতে রক্ত-পুষ্প-মালিকাতে
গৌরবিত হোক এ বক্ষঃ যুদ্ধই কর্তব্য হেথা ॥

জানি, কেশব, বিনাযুদ্ধে মিলবে না সূচ্যগ্র ভূমি,
চেয়েছিলাম পাঁচটি গ্রাম, না পাওয়াতেই এ সংগ্রাম,
হও সারথি, বেত্রপাণি 'কপিধ্বজ' রথে তুমি ॥

শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিতেই যুযুৎসু হয় নারী-নরে,
ক্ষত্রধর্ম হিংসাত্মক হ'লেও তাহে নাহি পাতক,
রণাঙ্গনে রক্তধারায় মানুষ গড়ে নূতন করে' ॥

যথেষ্ট কৌরবের সৈন্য, বলে বলুক দুর্যোধন,
শুরু ক'রে সিংহনাদ মিটিয়ে দেব রণের সাধ,
কাঁপিয়ে পৃথ্বী নভঃস্থল বাজাও শঙ্খ জনার্দন ॥

হান্‌ব এবে অমোঘ আয়ুধ অধর্মেরি ভিত্তি 'পরে,
বিপক্ষদের তুচ্ছ গণি,—নিন্দি ভূকম্পনের ধ্বনি
গর্জি ওঠে অক্ষৌহিণী—"প্রাণ দাও, সম্মুখ-সমরে" ॥

মন্দ্রিল 'দেবদত্ত' শঙ্খ, 'সুঘোষ' ও 'অনন্ত-বিজয়,'
বাজে পৌণ্ড্র মহাশঙ্খ, নির্ঘোষে সহস্র ডঙ্ক,
বাজে শৃঙ্গ, গোমুখ, তূর্য বিদারি' কৌরব-হৃদয় ॥

রক্তপাতেই শক্তি মেলে রুদ্র রণবাদ্য বাজে,
ব্যূহ-দ্বারে ঘোর কোলাহল, টলমল ঐ দিঙ্‌মণ্ডল,
চণ্ড নৃত্য, কোদণ্ড-রব, অশ্ব হ্রেষে, হস্তী গাজে ॥

ভৈরব সেই রণোন্মাদন নগেশ-শৃঙ্গে দেয় সাড়া,
কুরুক্ষেত্রে জয় সে তো নয়, সর্বহারা পাণ্ডু-তনয়,
আর্যজাতির শেষ পরাজয় মর্মস্থান দেয় নাড়া ॥

গীতালোকে

কর্মে তাঁরে করিলে প্রীত হবে গো তাঁর প্রিয়,
যা কিছু কর' ফলের সনে তাঁরেই সমর্পিও,
ভাল হ'লেই বাসেন ভাল, দেখান খেয়া-তরীর আলো,
একান্তে গো তাঁরেই ডাকো তিনিই রমণীয় ॥

তপন-তারা সেই ধ্রুবকে করিছে প্রদক্ষিণ,
লোক-অলোকে ধ্বনিত তাঁরই বিরাট মহাবীণ,
মোরা তো কেহ বাহিরে নাই, ভিতরে চাহি তাঁরেই পাই,
মানুষ-রূপে হাসেন তিনি কাঁদেন নিশিদিন ॥

মোদের তরে ভাবেন সেই মরম-ব্যথাহারী,
মন দেখে তো চোখ দেখে না, শরণ লহ তাঁরি,
নিঃস্ব হয়ে নির্ভরিলে তবেই আনুকূল্য মিলে,
অতিথি-বেশে দুয়ারে এলে চিনিতে যেন পারি ॥

না ছিল ভূমি-আকাশ-বারি, ছিলেন তিনি একা,
নিখিলে তাই দোসর-রূপে তাঁহারি পাই দেখা ;
জানি মোদের হৃদয়-মাঝে তাঁহারি প্রেম-অমিয় রাজে—
'গীতা'য় তাঁরি জয়ন্তী যে অভয়-বাণী লেখা ॥

ভাবনা-ধারা যদি অশুভ অ-পথে কভু বয়,
তাড়নে তার ভাঙিবে পাড় ঘটিবে পরাজয়,
ভাষণ যদি হয় গো মিছে আসন পাবে অনেক নীচে—
অর্ঘ্য তব না হয় যেন ঘোষণ-অভিনয় ॥

সমান যদি মানিতে পার নিন্দা-নমস্কার,
মুনিরও মনোজয়ী যে সেই মনোজও মানে হার,
মাণিক-সোনা-মৃৎ-পাষাণে রও উদাসী তুল্য জ্ঞানে,
বিকার-হেতু-সন্নিধানে রহিবে অ-বিকার ॥

পাইলে যাহা কিছুতে আর রহে না আকিঞ্চন,
বিষয়-রসে অরুচি যার সেই তো মহাজন,
নারীর বাহু-ভুজগ-ডোর, বজ্রলেপ সম কঠোর,
টুটিবে যবে মন্ত্রজপে জিনিবে প্রলোভন ॥

পূর্ণ হবে এ শূন্যতা, নয়ন-ধারাপাত
ধুইয়া দেবে মলিন মতি, কর গো প্রণিপাত,
সদয় যারে হন শ্রীহরি লন তাহারে কাঙাল করি',
দরদী নাহি তাঁহার মত, ধরেন এসে হাত ॥

নিরালয়ের আলয় তিনি দেখেন নিরাশ্বাসে,
মোরা যে তাঁরি কর্মচারী, আছেন সদা পাশে,
যে করে তাঁরে অর্ঘ্যদান সেই পরম ভাগ্যবান্,
চেন' না যাঁরে প্রণমো তাঁরে, প্রণমো প্রেমোল্লাসে ॥

রথের কাছি ধরিয়া আছি ধরমশালা ঘর,
পথিক-মুখে তাঁরি শ্রীমুখ, নহে তো কেহ পর,
দিবেন যাহা শ্রীভগবান্ ধরিব সেই প্রসাদী দান,
ভিক্ষাটনে কুণ্ঠা নাহি—জয় প্রেম-সুন্দর ॥

উত্তরণ

জীবন-মৃত্যু-সঙ্গমে একা
বাহি তরণী ;
সাগর হইয়া গিয়াছে সুমুখে
বৈতরণী।
কতটুকু তার চোখে পড়ে হায়,
ঢাকে আস্‌মানি নীল পর্দায়,
ওই কিনারায় শেষ হয়েছে কি
এই ধরণী ?

ডুবু-ডুবু করে মুকুতা-স্বচ্ছ
তারার মণি,
এ কি ঝড় এল, শুনি বজ্রের
জয়ধ্বনি।
ঘনাইয়া আসে দরদিয়া রাতি,
নিবে জীবনের কর্পূর-বাতি,
বাজে বাগেশ্রী রাগিণীর সুরে
বিসর্জনী।

মাথার উপরে ঝরে মেঘেদের
অশ্রুজল,
চোখ থেকে মোর কে করিল চুরি
মায়া-কাজল।

যার ছলনায় লেগেছিল ভালো
এই মর্ত্ত্যের সূর্য্যের আলো,
করে গো ইশারা ছেড়ে গেছে যারা
মাটির কোল।

হেরি পিছুটানে রাত্রি সেখানে
চন্দ্রবতী,
কোন্ যাদুকরী ভেঙে দিল মোর
ছন্দযতি!
আধ-মীন-নারী মঞ্জুমালায়
জড়ায়ে টানিছে বন্দীশালায়,
নেপথ্যে হেরি হানে কটাক্ষ
সে ভানুমতী।

ঝুটা আনন্দ, সিন্দূরমাখা
মুক্তাহার,
জয়-পরাজয় প্রীতি-প্রহসন—
সব আঁধার।
কোন্ রসায়নে মাটি-জলে-গড়া
এই দেহ হেন রঙে রসে ভরা?
জাগে দূর স্মৃতি জনমান্তর-
সংস্কার।

কত যৌবনে কত শ্রী-রচনা,
পত্র-লেখা,
ছত্রগুলি সে কষ্টি-পাথরে
স্বর্ণ-রেখা।—
অভিসার-বাঁশী ডাকে বারে বার,
থামে যদি কভু ঝঙ্কার তার,
সঙ্কেত-সুরে কেহ কারে আর
দেবে না দেখা।

কত না অতীত চিতায় পুড়িয়া
চিহ্নহারা,
পরপারে কারা মৌন ভাষায়
দেয় গো সাড়া;—
রুদ্র ডঙ্কা বাজে দিক ভরি'
বধির ছবিরা উঠিল মুখরি'—
'যেথা বন্ধন সেথা ক্রন্দন-
অন্ধ-কারা।'

ছুটি দাও তবে হে বসুন্ধরা,
প্রণমে মন,
পিয়েছি তোমার বিদ্যুতে মধু-
নির্ঝরণ।

মৃত্যু হাসিয়া প্রসাদ বিতরে,
কাঁপে থরথর বুকের ভিতরে,
বাহি গো তরণী—কোন্ কূলে শেষ
উত্তরণ ?

ওঁ শান্তি